স্বদেশ
সংহতি সংবাদ
Website : www.hindusamhati.org
Vol. No. 4, Issue No. 3, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, November 2014

হিন্দু সংহতি

"সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজের আচার-প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাবি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্যন্ত একভাবে রয়েছে।"

- স্বামী বিবেকান্দ

খাগড়াগড় কান্ড ঃ হিমশৈলের চূড়া মাত্র

বর্ধমানের খাগড়াগড়। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল হাসান চৌধুরীর বাড়ির দোতলা। মাস তিনেক আগে নতুন ভাড়াটে এসেছিল সেখানে। কাপড়ের ব্যবসা করে বলেই সবাই জানত। নিচে শাসকদল তৃণমূলের পার্টি অফিস। স্থানীয় নেতা মেহবুব রহমান ও তার চেলারা হামেশাই আড্ডা মারে সেখানে। গত পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনে দলীয় কাজকর্ম সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কাপড়ের ব্যবসার আড়ালে চলছিল ব্যাপক নাশকতার প্রস্তুতি। তৈরী হচ্ছিল গ্রেনেড, আই ই ডি (ইম্প্রোভাইজ্ড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস), গ্রেনেড লঞ্চার এমনকি বন্দুকের বুলেটও। দুর্ঘটনা বশতঃ বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠল বর্ধমান। কেঁপে উঠল পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশ।

এই প্রথম নয়। ২০১২ সালের ৮ই এপ্রিল। একইভাবে কেঁপে উঠেছিল কলকাতার মেটিয়াবুরুজের লোহাগলির মসজিদ তালাও এলাকা। বর্ধমানের মত সেই বিস্ফোরণেও মারা গিয়েছিল দুজন। ১১ ফুট লম্বা, ১০ ফুট উঁচু এবং ৮ ইঞ্চি পুরু দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল সেই বিস্ফোরণে। সেখানেও তৈরী হচ্ছিল অত্যাধুনিক আই ই ডি। কিন্তু সেই শব্দকে সেদিন চেপে দিয়েছিল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। আরও আগে, ১৯৯৩ সালের ১৬-ই মার্চ আরও মারাত্মক বিস্ফোরণ হয়েছিল রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের নাকের ডগায়। রশিদ খানের ডেরায় জমা করে রাখা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকের ভান্ডারে সেদিন ভয়ানক বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণের নাশকতার মাত্রা খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের তুলনায় ছিল অনেক অনেক বেশী। সেদিন বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিল ৯৩ জন। রাজ্যে তখন লাল বাদশাদের শাসন। তারাও সেদিন সেই একই পথ অবলম্বন করেছিল। রশিদ খানকে জেলে পুরে ধামাচাপা দিয়েছিল ভয়ংকর এক নাশকতার ষড়যন্ত্রকে। আজও শাসকদল চেয়েছিল খাগড়াগড়ের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, গোষ্ঠিদ্বন্দ্বের জন্য তৈরী বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি বলে এতবড় ঘটনাকে চেপে দেওয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু খাগড়াগড়ের এই বিস্ফোরণের শব্দকে চেপে রাখা গেল না। বর্ধমানের পুলিশ সুপার সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মির্জা সাহেবের নেতৃত্বে শাসকদলের তাঁবেদার পুলিশ তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করে, সাংবাদিকদের ঘটনাস্থলে ঢুকতে না দিয়েও শেষরক্ষা করতে পারল না। বিস্ফোরণের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে দেশের কোণায় কোণায়।

অনেক টালবাহানার পরে তদন্তভার এখন এন আই এ'র হাতে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের আধারে ঘটনার বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় উঠে আসে। প্রথমতঃ এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে পাওয়া যাচ্ছে এক বিশাল আন্তর্জাতিক জেহাদি চক্রের অস্তিত্ব। এই বাংলার বুকে নিঃশব্দে গড়ে উঠেছে অসংখ্য খাগড়াগড়। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা জুড়ে ৬৫ টি জঙ্গিডেরার হদিশ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। খাগড়াগড়ের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আন্তর্জাতিক জেহাদি যোগের প্রমাণ। আল কায়দার ধাঁচে আল জেহাদ! পাকিস্তানের মাটি থেকে আনসার উল তওহিদ হিন্দ নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতের এই জঙ্গিদের। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে অনেক পুস্তিকা, যেখানে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লেবাননসহ কাশ্মীরের জেহাদকে সমর্থন করার ডাক দেওয়া হয়েছে। পাওয়া গেছে আল কায়দার প্রধান আল-জাওয়াহিরির বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ। উদ্ধার হয়েছে আত্মঘাতী মহিলা প্রশিক্ষণের ভিডিও সিডি। মোটের উপর, আন্তর্জাতিক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের

(শেষাংশ ৫ এর পাতায়)

রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডি জি
ভূপিন্দর সিং

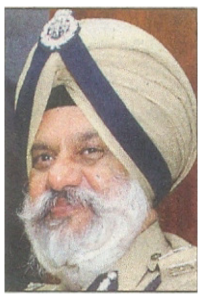

"কে এল ও উত্তরবঙ্গ ও উত্তর ভারতের একটা অংশের মানুষের জনসমর্থন পেয়েছিল তাদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবী তুলে। একই ভাবে মাওবাদীরাও রাষ্ট্রের পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও সমাজের একটা অংশের সমর্থন আদায় করেছিল গরিব মানুষের উপর প্রশাসনের শোষণের কথা বলে। কিন্তু এই জঙ্গি কার্যকলাপের পিছনে যারা রয়েছে, তারা ধর্মের জিগির তুলে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে আঘাত করার চেষ্টা করছে। ফলে এটা শুধুমাত্র একটা ছোট ভূখন্ডের ব্যাপার নয়, এই নাশকতার জাল অনেক গভীরে বিস্তৃত। শুধু নাশকতাই নয়, জালনোটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসও এরই একটা অঙ্গ। তাই এর বিরুদ্ধে লড়াইটাও কঠিন।"

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি
ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদের (পুলিশের) অপরাধ দমনের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কিছুই নেই। খালি কর্তাভজনা। কে কতটা অনুগত্য দেখাতে পারে, তার উপর নির্ভর করে পোস্টিং। .....এই সব পুলিশ অফিসাররা কি খবরের কাগজ পড়েন না? দেশ বিদেশের খবর রাখেন না? এক একটা থানা এখন এক একটা দ্বীপের মত। সরকার দক্ষতা বাড়াতে নতুন নতুন ডিভিশন খুলছে, একটা থানা ভেঙে তিনটে থানা করেছে। লাদেনের কায়দায় বড় বড় পাঁচিল দিয়ে আত্মগোপন করে বর্ধমানের জঙ্গিরা কতদূর যে গিয়েছে, আমরা তা জানি না। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভাঙার ভিডিও ওদের কাছে আছে। না জানি কবে হাওড়া বা নবান্নটাই উড়িয়ে দেয় ওরা!

এতদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে একটা বিস্তৃত এলাকাজুড়ে অস্ত্র কারখানা তৈরী হয়েছিল। এবং এদের হাত যে কত লম্বা, আমরা বুঝতেও পারছি না। রাজ্য সরকার জানি না কেন এন আই এ-র বিরোধিতা করছে। তারা হয়তো মনে করছে পুলিশই দক্ষ। এটা একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। এবং এদের এই পাকামোর ফলে হয়তো ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বর্ধমানের ঘটনাস্থল থেকে সি আই ডি অফিস এক কিলোমিটার দূরে। সি আই ডি অফিসাররা কি ঘুমাচ্ছিলেন?

আর একটা কথা এই ঘটনায় স্পষ্ট হল। খাতায় কলমে আমাদের সীমান্ত নির্দিষ্ট। কিন্তু অপরাধের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ যেন অবারিত দ্বার। যেন সবাইকে আমরা অপরাধ করতে ডাকছি।

পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত

২০০১ ঃ কলকাতা পোর্ট এলাকা থেকে উদ্ধার ট্রাকভর্তি কার্তুজ। কাশ্মীরি জঙ্গিদের জন্যই সেই কার্তুজ নিয়ে যাওয়ার ছক ছিল বলে জানতে পারে পুলিশ।

২০০২ ঃ কলকাতায় মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে জঙ্গি হামলার দুই পান্ডা আফতাব আনসারি ও জামিলুদ্দিন নাসের একাধিক নাশকতামূলক কাজে অভিযুক্ত। হামলার পরই উঠে আসে বেনেপুকুরের মফিদুল ইসলাম লেনের দুই ভাই আসিফ ও আমির রেজা খানের নাম। আসিফ পরে এনকাউন্টারে মারা যায়। আমির রেজা খান এখনও পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড।

২০০৬ ঃ জলপাইগুড়ির বেলাকোবায় ট্রেনে নাশকতায় পাওয়া যায় বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জামায়েত-উল-মুজাহিদিনের যোগ।

২০০৭ ঃ হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত টাইমারের মোবাইলে ব্যবহৃত সিমকার্ড কেনা হয়েছিল আসানসোলের একজনের নামে।

২০০৭ ঃ বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে ধৃত আল বদর জঙ্গিগোষ্ঠীর এক সদস্যের পাসপোর্ট তৈরি হয়েছিল লালবাজারে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরের সামনে একটি ঠিকানা ব্যবহার করে।

২০০৯ ঃ মামুলি চুরির ঘটনায় শেক্সপিয়র সরণির ফুটপাথ থেকে ধরা পড়ে ছদ্ম-পরিচয়ে থাকা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসিন ভাটকল।

২০১০ ঃ পুনের জার্মান বেকারি বিস্ফোরণের পিছনে মূল পান্ডা ছিল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো ইয়াসিন ভাটকলই। পুণে কিংবা হায়দরাবাদের বিস্ফোরণে বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাওড়া স্টেশন দিয়ে। ইয়াসিন ভাটকল তিলজলায় বাড়ি ভাড়া করেছিল বিস্ফোরক মজুত করার জন্য।

২০১৩ ঃ দেশে ২১টি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত,লস্কর-ই-তৈবার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ আবদুল করিম টুন্ডাকে ধরে দিল্লি পুলিশ। মুর্শিদাবাদের করণদিঘিতে ধর্মীয় পাঠশালায় জেহাদি কাজকর্মে হাতেখড়ি, শ্বশুরবাড়িও এই জেলাতেই।

এ. আই. ইউ. ডি. এফ.-এর রাজ্যনেতা
মওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী

'সন্ত্রাসের সঙ্গে মাদ্রাসাকে জুড়ে দিয়ে ইসলামের নামে বদনাম করবেন না। বিগত বাম সরকারের আমলের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাদ্রাসা নিয়ে কটূক্তি করায় রাজ্যের মানুষ তাঁকে সমুচিত জবাব দিয়ে বিদায় করেছেন। এখন যদি কোন দল ভেবে থাকে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসের নাম জড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে তার দলীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষমতায় আসবে, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ভুল। সন্ত্রাসের নামে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হেয় প্রতিপন্ন করে মিথ্যা অপবাদ মেনে নেওয়া হবে না। এই ধরণের অপপ্রচার যদি বন্ধ না হয়, তাহলে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু হবে।'

সারা রাজ্যে হিন্দু সংহতি-র সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলবে আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসব্যাপী।

সংহতির সমস্ত শাখাকে এই অভিযান জোরালোভাবে চালাতে হবে।সদস্য শুল্ক - ১০ টাকা

আমাদের কথা

এযুগের মহিষাসুরদের কে বধ করবে?

লেখার প্রারম্ভেই স্বদেশ সংহতি সংবাদের সকল পাঠক পাঠিকাকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দুর্গাপূজা সমস্ত বাঙালির প্রাণের মিলন ক্ষেত্র। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা ও শহরতলি। ঠাকুরের সাজে যত বৈচিত্র্য, তত বৈচিত্র্য মানুষের সাজসজ্জার। ঢাকের গুরু-গম্ভীর শব্দ যেন ওঁকার ধ্বনি। মৃদুমন্দ বাতাসে কাশফুলের হিল্লোল বাঙালির চেতনায়। তাই এই চারদিন বাঙালির মনে ফুর্তি প্রাণ গড়ের মাঠ।

এরই মধ্যে বাংলার আকাশে দেখা দিয়েছে দুর্যোগের কালো মেঘ। বর্ধমানের খাগড়াগড়ে জঙ্গিদের গুপ্ত ঘাঁটিতে বিস্ফোরণ বাঙালির চেতনাকে নাড়া দিতে পারলো কিনা জানি না, তবে বিস্মিত করেছে নিশ্চয়। তার সাধের বাংলা আজ জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য। সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল। বিজয়া মানে তো বিজয় উৎসব। মহিষাসুর বধের বিজয় উৎসব, রাবণ বধের বিজয় উৎসব। অকাল বোধনের পূজা তো সেই ইঙ্গিতই দেয়। কিন্তু বর্ধমানের ঘটনা প্রমাণ করল এ রাজ্যে অন্ততঃ অসুর বধ হয় নি, কোন এক অমোঘ বরে এ রাজ্যে অসুররা অবধ্য। তাই তারা নির্বিঘ্নে অতি সক্রিয়। বরদাতারা যে বীর্যবান বাঙালিকে নির্বীর্য করে দিয়েছে। তাই বাঙালি পূজার সময় হাসবে, খেলবে, নতুন জামা কাপড় পরে মন্ডপে মন্ডপে ঠাকুর দেখবে, হৈ-হুল্লোড়ের হাওয়ায় ভাসবে। কিন্তু এতবড় বিপদের সামনে পড়েও প্রতিবাদের পথে হাঁটবে না। শশকের মত গর্তে মাথা গুঁজে বাঁচবার চেষ্টা করবে। এর পরিণাম যে কী ভয়ংকর তা একবারও ভেবে দেখবে না। একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ভেবে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চাইবে।

সর্বভারতীয় স্তরের চিত্রটাও প্রায় একই রকম। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার সময় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। কিন্তু পাকিস্তান কি কখনও ভারতের বন্ধু হতে পারে? নতুন সরকারের ছয় মাসও কাটে নি, সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে সীমান্তের ওপার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করেছে পাকিস্তান। প্রমাণ করেছে ভারতকে তারা শত্রু রাষ্ট্র হিসাবেই দেখে। কাশ্মীর নিয়ে বিলাবল ভুট্টোর উক্তিও সেই কথাকেই সমর্থন করে। তবে ভারত কেন বারবার মৈত্রী, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়? কেন পাকিস্তানকে শত্রুরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে না? নাকি এর পিছনে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করে? যে শক্তিটা বারবার আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের মুখটা বন্ধ করে দেয়। চিরাচরিত মার খাওয়াটাকে ভাগ্য বলে মেনে না নিয়ে কবে আমরা এসপার কিংবা ওসপার পথে যাব? কবে?

উক্ত দুটো ঘটনার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আমাদের সমস্যার দুটো দিক আছে- একটা সীমান্তের ওপারে, একটা সীমান্তের এপারে। সীমান্তের ও পারের সমস্যাটা অতি পরিচিত। চেনা শত্রু। কোটি বছর পশাপাশি থাকলেও তেলে-জলের মত মিশ খাবে না। কিন্তু সীমান্তের এপারের শত্রুরা ছদ্মবেশী। তারা ভারতের মাটিতে বাস করে ভারতভূমির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তাদের প্রত্যেকের বুকে রয়েছে দারুল ইসলাম। তাই এদেশের নাগরিক হয়েও তারা সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাজার হাজার নিরীহ ভারতবাসীকে হত্যা করে। ধরা পড়লেও বুক ঠুকে নিজেদের জেহাদি বলে ঘোষণা করে। এরাই তো মহিষাসুর। কিন্তু এরা বরপ্রাপ্ত। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় থেকে এরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। ছোট চারাগাছ আজ মহীরুহ। এক একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহটা তাই অমূলক নয় - আমরা আমাদের অস্তিত্বটা টিকিয়ে রাখতে পারব তো? আমরা বাঁচব তো?

দীর্ঘদিন ধরে গরু পাচারের অর্থ আসছিল জেহাদিদের হাতে। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোও বিপুল অর্থ জোগান দেয় জেহাদিদের। কিন্তু সম্প্রতি গোয়েন্দা রিপোর্টে যে তথ্য উঠে এসেছে তা অতি ভয়ঙ্কর। এদেশে বসবাসকারী কিছু ধনী ব্যবসায়ীও অর্থ জোগান দিচ্ছে এই সন্ত্রাসবাদীদের। পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে এরা অতি সক্রিয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই দুই রাজ্য হয়ে উঠেছে জঙ্গিদের টার্গেট। গ্রেটার বাংলাদেশের পোষ্টার পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদে দেখা গেছে। তাতে পশ্চিমবাংলার প্রায় পুরোটা ও আসামকে বাংলাদেশের অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রের জাল তারা অনেক আগে থেকেই বিছিয়েছে। আর তার মদতদাতা পাকিস্তান সহ সমস্ত ইসলামি দুনিয়া। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে অবাধে জঙ্গি অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাশকতা চালানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গকে তারা করিডোর হিসাবে ব্যবহার করতো। মাদ্রাসাগুলো জঙ্গিদের আখড়া-এই অপ্রিয় সত্য বিগত মুখ্যমন্ত্রী বলেও ফেলেছিলেন। আর বর্তমান সরকারের আমলে তারা তো জঙ্গি ঘাঁটি গড়ে তুলেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। এই বীজ কতদূর পর্যন্ত যে নিহিত হয়েছে তা বলা কঠিন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দিয়ে তদন্ত করাতে বর্তমান সরকারের আপত্তির কারণ আছে। তাতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুতে পারে। তাতে ডান-বাম সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই সায় আছে। কারণ এতে ইসলামিক সমাজ চটে যেতে পারে, ভোটব্যাঙ্ক ক্ষুন্ন হতে পারে। দেশ চুলোয় যাক, নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে সকলে ব্যস্ত। এই অশনিসংকেতটা যেন দেশভাগের ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থার মতো। আর একবার বোধ হয় বাংলা ভাগ হয়ে যাবে, আর আমাদের রাজনৈতিক নেতারা তা নিশ্চুপে মেনে নেবে, এই ভয়ই নতুন করে জাগছে।

তাই সমস্ত বাঙালি সমাজকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। রাজনীতির চেয়ে দেশকে বড় করে দেখতে হবে। তৃণমূল, সি.পি.এম, কংগ্রেস, বিজেপি - এই সংকীর্ণ পরিচয় ভুলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করতে হবে। যেখানে জঙ্গি বীজ দেখবে, কঠোর হাতে তাকে উৎপাটিত করতে হবে। তবে আমরা আমাদের সাধের বাংলাকে রক্ষা করতে পারবো। শুভ শক্তির জাগরণে মহিষাসুর আমরা বধ করবই, এই প্রতিজ্ঞা সকলকে করতে হবে। এই হোক আমাদের আগামী দুর্গাপূজার অঙ্গীকার।

খাগড়াগড় কান্ডের তদন্তে রাজ্যের অসহযোগ

এন আই এ-র তরফে যদিও জানানো হয়েছে যে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের তদন্তে রাজ্য সরকার তাদের সহযোগিতা করছে, বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। তদন্তের স্বার্থে এন আই এ রাজ্যের কাছে বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন পুলিশ চাইলেও এই আবেদন রাজ্যের পক্ষ থেকে মানা হচ্ছে না। যুক্তি, হাতে ভাল অফিসার নেই। পশ্চিমবঙ্গে এনআইএ-র স্থায়ী পরিকাঠামো না থাকায় অভিযুক্ত রাজিয়া, আলিমা ও হাকিমকে সিআইডি-র হেপাজতে রেখে জেরা করতে চেয়েছিল তারা। এই আবেদনও নামঞ্জুর করা হয়েছে। কেন এই অসহযোগ? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যখন ফেসবুকে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রোজ বিষোদ্গার করছেন, তখন রাজ্যের ছাপোষা আধিকারিকদের ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে তারা এন আই এ-কে ইচ্ছা থাকলেও সহযোগিতা করেন? এটা কি শুধুই সস্তা রাজনীতি? নাকি অন্য কিছু আছে এর পিছনে?

বিশেষ নিবন্ধ

লাভ জেহাদের আদ্যোপান্ত

মহসিনা খাতুন

গত এক দশকে ইসলাম এবং জেহাদ সম্ভবতঃ পৃথিবীর সর্বাধিক চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। আর ইসলামী জেহাদের আধুনিকতম কৌশল হল 'লাভ জেহাদ'। অমুসলিমরা লাভ জেহাদের অস্তিত্ব শুধু মেনেই নেয়নি, বরং তার বিরুদ্ধে আরও বেশী সোচ্চার হয়েছে দিনের পর দিন। অন্যদিকে মুসলিমরা প্রাণপণে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে যাচ্ছে এখনো। তাদের মতে এসবই হিন্দুত্ববাদীদের চক্রান্ত। শুধু হিন্দুত্ববাদীরা নয়, বরং অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও যে একই কথা বলছে, সেকথা মুসলিমরা অতি সচেতনতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেছে। আর দেশের বুদ্ধিজীবীরা? লাভ জেহাদের প্রসঙ্গ উঠলে - 'লাভ জেহাদ? অ্যাবসার্ড' - অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর প্রথম প্রতিক্রিয়াটা এরকমই । সেইজন্য একটি খোলামেলা এবং বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

'লাভ' এবং 'জেহাদ' শব্দ দুটি পৃথক পৃথক ভাবে প্রায় সকলে শুনলেও একসাথে শব্দ-বন্ধ হিসাবে শোনেনি অধিকাংশ মানুষ। 'লাভ' মানে ভালোবাসা আর 'জেহাদ' মানে সংগ্রাম বা যুদ্ধ (ইসলামের পরিভাষায়, সারা পৃথিবীতে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম বা যুদ্ধ)। তাই এই দুটি শব্দ নিয়ে কোন শব্দ-বন্ধ তৈরী করলে তার অর্থ স্ববিরোধী হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই হিসাবে দেখতে গেলে 'লাভ জেহাদ' একটি অবাস্তব বিষয়। তবে এমনটা যারা ভাবেন তাদের মনে করিয়ে দিই, বাস্তবে সোনার পাথরবাটি না থাকলেও, পাথরবাটিতে সোনালী রঙ করে পরিবেশন করা যেতেই পারে। ঠিক তেমন ভাবেই ভালোবাসার মোড়কে 'জেহাদ'ও পরিবেশন করা যেতে পারে। আর সেটাই হল 'লাভ জেহাদ'।

পাশ্চাত্য বহুদিন থেকেই পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করে আসছে যে পাকিস্তানি বা পাক বংশোদ্ভূত যুবকেরা (অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম মানেই মনে হয় ওদের চোখে 'পাকি') ওখানকার শ্বেত মহিলাদের নিশানা করছে এবং বিবাহ বা প্রেমের নামে ইসলামে ধর্মান্তরিত করছে। সেই মহিলাদের কখনও বা ধর্মান্তরিত করে যৌনদাসীতে পরিণত করা হচ্ছে, কখনও পরিণত করা হচ্ছে মানববোমায়। এমনকি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে স্থিত বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এবং হিন্দুদের মুখেও শোনা যাচ্ছে একই অভিযোগ।

৯-১১ ঘটনা যেন একদিক থেকে একটি যুগসন্ধি। এই ঘটনার প্রভাবে মানুষের মন ও মানসিকতায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। পরিবর্তন এসেছে সমগ্র মানবজাতি এবং তার ভবিষ্যত চিন্তায়। খালি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিই নয়, রাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির তুলনামূলক চর্চা আর মূল্যায়নও বিশ্ব-চিন্তায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। খালি নির্দিষ্ট একাডেমিক বিষয়ক্ষেত্রের মানুষ ছাড়া যে বিষয় সকলে অগ্রাহ্য ও অবহেলা করত, সেই বিষয় রাতারাতি সমস্ত মানবজাতির প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠলো। অন্যান্য ক্ষেত্রের পাঠক এবং বুদ্ধিজীবীরাও হাতে তুলে নিলো ধর্মগ্রন্থ। দেখল, পড়ল, বুঝল যে খালি পরমাণু বোমাই নয়, একটি ধ্বংসাত্মক দর্শনও মানবজাতিকে শেষ করে দিতে পারে। কোর আন-হাদিস হাতে পেয়ে তারা প্রথম অনুভব করতে শুরু করল জেহাদের স্বরূপ। পৃথিবীবাসী জানতে পারল জেহাদ কী? সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষেরা ইসলামের বিপরীতে অবস্থান নিতে শুরু করল। ইসলাম চলে এলো এক্সরে-র নিচে।

৯/১১ এর আগে থেকেই এরকম ধর্মান্তরণের ঘটনা নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছিল ইউরোপ ও আমেরিকায়। কিন্তু একটা সুসভ্য সমাজে আন্তঃ-ধর্ম বিবাহ দোষের বলে গণ্য হয় না বলে কেউ এটাকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখেনি। কিন্তু ৯/১১ পৃথিবীকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে প্রতিটি বিষয় সকলের নজরে পড়তে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

দেগঙ্গায় পালিত হল বিজয়া সম্মেলন

সম্মেলনে উপস্থিত জনতা এবং বক্তব্যরত সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ

গত ১৫ ই অক্টোবর দেগঙ্গা বাজারের চারুলতা হলে পালিত হল বিজয়া সম্মেলন। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ এবং সংহতির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। বক্তব্যে শ্রী ঘোষ বিজয়ার সাথে সাথে আগতপ্রায় দীপাবলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন রাবণবধ সম্পন্ন করে শ্রীরামচন্দ্র এই দিনেই অযোধ্যা ফিরেছিলেন। অযোধ্যাবাসী অমাবস্যার এই রাতকে আলোকিত করে শ্রীরামচন্দ্রকে বরণ করে নিয়েছিল। দীপাবলি হল সেই ঘটনাকে স্মরণ করার দিন। অনুষ্ঠানের পরে আগত জনতার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা ও মিষ্টি খাওয়ার পাশাপাশি এলাকার পরিস্থিতির বিষয়েও আলাপ আলোচনা করেন সংহতির নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির কলম

ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীর ‘রসম্ পাগড়ি’

তপন কুমার ঘোষ

আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় টিভি-র সামনে বসে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ পুরোটা মন দিয়ে শুনলাম। স্থান নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন। আমেরিকা ও কানাডার দূর দূর স্থান থেকে আগত ২০ হাজার প্রবাসী ভারতীয়র উন্মাদনা টিভি-র পর্দায় দেখলাম। শুধু উন্মাদনা নয়, প্রত্যাশা ও বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার আশায় চকচকে মুখগুলো। এর পরের ধাপটা হল আত্মবিশ্বাস। ভাষণ অনবদ্য, যুক্তিপূর্ণ এবং বিষয়বস্তু (Content) সম্পন্ন। সমালোচনার জায়গা আছে। কিন্তু, অন্ততঃ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বোধন করে দেওয়া ভাষণের মধ্যে এটিকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে।

নবরাত্র প্রসঙ্গ দিয়ে ভাষণ শুরু করে মোদীজীর বার বার গঙ্গা ও গঙ্গাস্নানের উল্লেখ করা, হাজার-বারশো বছরের পরাধীনতার কথা বলা, শিখ গুরুদের বলিদানকে স্মরণ করা - ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে মোদীজী নিজের হিন্দুত্বের পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। এটা আমার ভাল লেগেছে। ভাল লাগেনি তাঁর বহুবার গান্ধী-প্রসঙ্গ উল্লেখ করা, অথচ স্বামী বিবেকানন্দ ও সর্দার প্যাটেলের নাম না করা। তবুও এই ঘাটতিটুকু দিয়ে তাঁর ভাষণকে ছোট করব না। আর একথাও আমি স্বীকার করি, যে প্রসঙ্গে গান্ধী র নাম মোদীজী এই ভাষণে এবং ১৫ই আগস্ট লালকেল্লার ভাষণে করেছেন, সেই প্রসঙ্গটি সঠিক। অর্থাৎ, জন জন পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বার্তাকে পৌঁছে দিতে গান্ধীর ভূমিকা বা অবদান। সেই প্রসঙ্গটিকে টেনে এনে ভারতের বিকাশ বা উন্নয়নের সঙ্কল্পকে দেশের ১২৫ কোটি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করার জোরাল ইচ্ছা মোদীজী বার বার ব্যক্ত করেছেন। এতে আমি আপত্তি বা বিরোধিতা করব না। গান্ধী র প্রতি আমার বিরোধ-তাঁর কাপুরুষতা (বিপরীত উদাহরণ ঃ সর্দার প্যাটেল, উইনস্টন চার্চিল, আব্রাহাম লিঙ্কন), আপোষকামিতা, অসাধুতা (ভগৎ সিং ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী রশিদ খান সম্বন্ধে দ্বৈত আচরণ) এবং সর্বোপরি দেশের অখন্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।

ফিরে আসি নরেন্দ্র মোদী প্রসঙ্গে। ১৫ই আগস্ট লালকেল্লা ভাষণ এবং নিউইয়র্ক ভাষণ - এদুটোকে একসঙ্গে ধরে আমার কিছু চিন্তা ভাবনা তুলে ধরতে চাই। এই ভাষণ দুটিতে যা যা বক্তব্য বা বিষয় মোদীজী তুলে ধরেছেন, সেগুলির বাইরেও যেন একটা বার্তা তাঁর ভাষণ ও পরিবেশ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। লালকেল্লায় মোদীজী মাথায় পাগড়ি পরে ভাষণ দিয়েছিলেন। অনেকের কাছে এটা আড়ম্বর বা নাটকের মত লাগতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তা নয়। বাঙ্গালীরা অনেকেই জানে না যে উত্তর ভারতে বাড়ীর গৃহকর্তার মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধের সঙ্গে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, তার নাম ‘রসম্-পাগড়ি’। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য সমস্ত রকমের ধার্মিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে পরিবারের জীবিতদের মধ্যে যে বড়, তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়। এর দ্বারা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তির পর এই ব্যক্তিই এখন থেকে পরিবারের প্রধান হবেন। পরিবারের যে কোন বিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকারী ইনি হবেন। অর্থাৎ পরিবারের মুখিয়া। রসম্ মানে অনুষ্ঠান বা প্রথা। তাই পরিবারের নতুন প্রধান বা মুখিয়া ঘোষণা করার এই অনুষ্ঠানের নাম ‘রসম্-পাগড়ি’। মোদীজী ১৬ই মে নির্বাচিত হয়ে ২৬শে মে শপথগ্রহণ করে ১৫ই আগস্ট পাগড়ি পরে লালকেল্লার প্রাকার থেকে সমগ্র দেশবাসী ও বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি ভারতীয় বা হিন্দু প্রথা মেনে দেশের ও জাতির মুখিয়া হয়েছেন। এর মধ্যে অনেকগুলো সূক্ষ্ম কিন্তু জোরাল ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। প্রথম হল, হিন্দু ও ভারতীয় পরম্পরাকে স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশী জোরাল ইঙ্গিতটা হল এই যে, যদিও এদেশে গণতন্ত্র আছে, যদিও তিনি জনমতের দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবেই নির্বাচিত, তবুও তাঁর ভুমিকা থাকবে পরিবারের প্রধানের মতই। পরিবারের প্রধান যে কোন বিষয়ে সকলের মতামত শোনেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত বহুমতের ভিত্তিতে নেন না। বেশী জন একটা মত দিলেই যে সেটা সঠিক হবে সেকথা পরিবারের মুখিয়া কখনও মনে করেন না। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও পরিবারের সার্বিক মঙ্গল কামনা দিয়েই তাঁর মত তৈরী হয়। এবং সেই মত মুখিয়া পরিবারের উপর চাপিয়ে দেন বেশীরভাগ জনের মতের তোয়াক্কা না করে। মোদীজী লালকেল্লার প্রাকার থেকে ঠিক এই জোরাল বার্তাটাই দিতে চেয়েছেন দেশবাসীকে। বার্তাটা এই - একবার যখন তিনি নিরঙ্কুশভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, একবার যখন জনসাধারণ তাঁর উপর আস্থা ব্যক্ত করেছে, এরপর তিনি আর প্রতিটি কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের মতামতের অপেক্ষা করবেন না। তাঁর ভালমন্দ বিবেচনার উপর ভিত্তি করে তিনি এগিয়ে যাবেন। গুজরাটে তিনি ঠিক এইভাবেই বার বছর রাজ্য চালিয়ে সেখানে সোনা ফলিয়েছেন। যারা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানে এটাই মোদীর বৈশিষ্ট্য। এটাকে কেউ স্বৈরাচার বা একনায়কতন্ত্র বললে তাঁর কিছু এসে যায় না।

এখন কথা হচ্ছে যে, তাঁর এই মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিকে সকলে কিভাবে নেবে? এমনিতে যে কেউই বলবে যে স্বৈরতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্র অনেক ভাল। মোদীজী নিজেও গণতন্ত্রের বার বার গুণগান করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের ৬৭ বছরের ইতিহাস ও ঘটনাবলী দেখে দেশের উন্নতির জন্য ঐ গণতন্ত্রের উপরে অটুট আস্থা অনেকেই রাখতে পারেন না। গণতন্ত্র বইয়ের পাতাতে যাই হোক না কেন, জাতপাত, সম্প্রদায়, মদ, লাঠি-বোমা-বন্দুক, কালো টাকা ও সিনেমার নায়ক-নায়িকারা বর্তমানে আমাদের গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে গেছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই এই গণতন্ত্র ৬৭ বছরে আমাদের দেশকে যে অবস্থায় এনে ফেলেছে, প্রায় একই সময়ে আমাদের থেকেও অনেক বেশী খারাপ অবস্থায় ও ধ্বংসস্তুপ থেকে শুরু করে জাপান ও জার্মানি অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। তাই সামান্য চিন্তাশীল মানুষের মনেও এই গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। এই গণতন্ত্রেরই প্রোডাক্ট লালু-রাবড়ি-জয়ললিতা-কানিমোজি-এ রাজা-আজম্ খান-মায়াবতী-মদন-মুকুল-মমতা। এসব দেখে এই গণতন্ত্রের উপর সার্বিক আস্থা রাখা কঠিন। তাই সাধারণ মানুষের মনের কোণে একরকমের একনায়কতন্ত্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়েছে। বহু মানুষেরই বার বার মনে পড়ে নেতাজী সুভাষের সেই কথা যে, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম ২০ বছর এদেশে একটি ইতিবাচক একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজন আছে। এই একনায়ক হিটলারের মত আচরণ করবে না। কিন্তু একটা পরিবারের মুখিয়া বা অভিভাবকের মত কাজ করবে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে মানুষ ঠিক সেই রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ভোট দিয়েছে। সাধারণ মানুষ, যুবসমাজ, হাইটেক যুবসমাজ স্পষ্ট করে বলেছিল - বিজেপি-কে নয়, মোদীকে ভোট দিচ্ছি। এই বার্তা মোদী পেয়েছেন। এবং এই বার্তা তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্বভাবের সঙ্গেও মিলে গেছে ওই বার্তা। তাই লালকেল্লার প্রাকারে পাগড়ি পরে জনগণের ঐ আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়ার স্পষ্ট সঙ্কেত তিনি দিয়েছেন। যেন সদ্য ‘রসম পাগড়ি’ অনুষ্ঠান সেরে নতুন পাগড়ি প্রাপক পরিবারের উদ্দেশ্যে দু-চার কথা বলতে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য কার শ্রাদ্ধের পর এই ‘রসম পাগড়ি’ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেকথা কেউ স্পষ্ট করে বলছেন না। মোদী নির্বাচনের আগে বলেছিলেন কংগ্রেস মুক্ত ভারত চাই। তাই শ্রাদ্ধটা কংগ্রেসের হল কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে নেহেরুবাদের শ্রাদ্ধ হলে সব থেকে ভাল হত বলে আমি মনে করি। নেহেরুবাদ = ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও পরম্পরায় অনাস্থা + পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি মোহ + চরিত্রহীনতা + ভন্ডামি + ক্ষমতালিপ্সা।

আজ নিউইয়র্কের ভাষণের সময় মোদীজী পাগড়ি পরেননি বটে, কিন্তু স্যুট-টাইও পরেননি। পরেছিলেন কমলা বা মেরুন রঙের কোট। নিশ্চয় এর মধ্যেও কিছু ইঙ্গিত অবশ্যই আছে। তার থেকেও বড় কথা, লালকেল্লার ভাষণের মতই এই ভাষণ থেকেও বিকীর্ণ হয়েছে সেই দেশ ও জাতির মুখিয়াগিরি বা অভিভাবকত্বকে স্বীকার করার বার্তা। দেশবাসীর মত প্রবাসী ভারতীয়রাও আজ একজন ভাল ও দক্ষ অভিভাবক চাইছে, এবং তার জন্য স্বৈরতন্ত্রকেও বেশ খানিকটা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তুলনা করাটা মোটেই ঠিক হবে না। কারণ ইন্দিরার মধ্যেও দক্ষতা ও মানসিকতা থাকলেও তাঁর পিছনে ছিল ভন্ড ও লোভী নেহেরু আর সামনে ছিল তাঁর দুর্বিনীত সন্তান। অর্থাৎ ইন্দিরা নিজে ছিলেন পরিবারতন্ত্রের প্রোডাক্ট এবং তাঁর স্বৈরতন্ত্র ঐ পরিবারতন্ত্রকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যা দেশের মানুষ মানতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মোদী এখনও লোকের চোখে পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত। তাই মোদী দেশ চালাতে যদি বেশ কিছু ভুলও করেন, তবু দেশবাসী তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ করবে না। অর্থাৎ মোদী ভুল করেও তা সংশোধনের সুযোগ পাবেন যদি তিনি তাঁর পরিবার অথবা স্তাবকবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত না হয়ে পড়েন।

এবার আসি মোদীর বক্তব্যের বিষয়গুলিতে। দুটি ভাষণেই তিনি যা যা বলেছেন, সে সবগুলোই স্বীকার্য এবং অত্যন্ত দরকারী। কোনটাতেই আমার কোন আপত্তি নেই, বিরোধ নেই। দেশের উন্নয়ন তাঁর পাখির চোখ। তাই উন্নয়নের কথা, উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ও এজেন্ডা তিনি তুলে ধরেছেন। এগুলো খুবই ভাল। এছাড়াও তিনি গুড-গভর্নেন্স, মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স - ইত্যাদি ইচ্ছার কথা তুলে ধরেছেন। জাতির আত্মবিশ্বাস, যৌবন, বিভিন্ন গুণ ইত্যাদি উপকরণের কথা তুলে ধরে সমগ্র জাতিকে উন্নয়নের শরিক করতে চেয়েছেন। এই চাওয়াটাই অনেক বড় কথা। তিনি স্বপ্ন দেখছেন এবং জাতিকে স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু এর বাইরে অনেক কিছু তিনি বলেননি অথবা স্পর্শ করেননি। বলেননি মানেই যে সেগুলো তাঁর নজরে নেই একথা ভাবা অতি মূর্খামি হবে। বলেননি মানেই যে সেসব বিষয়ে তিনি কিছুই করছেন না, এটা ভাবাও অতি বালখিল্য হবে। কারণ এমন অনেক কিছুই থাকতে পারে যা ঠিকমত করতে হলে না বলাটাই বেশী দরকারী। অন্য কথায় ‘মন্ত্রগুপ্তি’। কিন্তু আমরা আড়াই- তিন হাজার বছরের (গ্রীক আক্রমণের সময় থেকে) ঘর পোড়া গরু। তাই মনে ভয় জাগে। ভগবান করুন সে ভয় যেন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সে বিষয় হচ্ছে, যে বিষয়ে মোদী কিছু বলেননি, দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। বিকাশ, বিকাশ আর বিকাশ। নিরাপত্তা ছাড়া কি বিকাশ হয়? উন্নয়ন মানে সম্পদ সৃষ্টি। সেই সম্পদ রক্ষা করার ক্ষমতা না থাকলে পরিণাম কী হবে? মধ্যযুগের বাংলা ও গুজরাট - এই দুই রাজ্যই বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল। আমাদের সপ্তডিঙা, আমাদের তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম বন্দর, আমাদের ঘরে ঘরে সম্পদের প্রাচুর্য, সেই প্রাচুর্যের কোল থেকে বাংলার নিপুণ সৃষ্টিশীলতা - সেসব আজ কোথায়? সেই বাংলার তিন ভাগের দুভাগ অংশে আজ আমাদের প্রাচুর্য তো দূরের কথা, আমরা সেখানে লাথখোর মালাউনের বাচ্চা। আর ঐশ্বর্যসম্পন্ন গুজরাট, গজনীর মামুদের আক্রমণে বার বার লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত। তাই সম্পদ হলে অথচ নিরাপত্তা না থাকলে বাংলা আর গুজরাটের মত অবস্থা হবে। ইতিহাস তার সাক্ষী। তাই মোদী যখন উন্নয়ন ও বিকাশের কথা বার বার বলছেন, কিন্তু নিরাপত্তার কথা একবারও বলছেন না, তখন একটু চিন্তা না হয়ে পারে না।

মুসলমানের অন্যায় দাবীর কাছে নতিস্বীকার করে দেশভাগ করার পরেও কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ (POK) পাকিস্তানের দখলে থেকে যাওয়া, আমাদের কাশ্মীরটুকুও হিন্দুশূন্য হয়ে যাওয়া, সীমান্ত থেকে বার বার আমাদের জওয়ানদের মাথাকাটা দেহ উপহার পাওয়া, বাংলা সীমান্তে শান্তির সময়েও ১৬ জন বি এস এফ জওয়ানের ক্ষত বিক্ষত দেহ ফিরে পাওয়া, লাদাখের বড় অংশ চিনের কব্জা করে নেওয়া, সংসদ আক্রমণের পর বাজপেয়ীর আড়পাড় লড়াইয়ের হুমকির পরেও ৭৯৮ জন সৈন্যের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও (কার্গিল নয়, অপারেশন পরাক্রম) পিছিয়ে আসা, বম্বেতে পাক জেহাদীদের হামলায় তিন দিন ধরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীগুলির নাস্তানাবুদ হওয়া - এগুলো ভুলি কী করে? এসব বিষয়ে মোদী একটাও কথা বলছেন না। কিন্তু করছেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে একশ শতাংশ বিদেশী পুঁজিকে অনুমতি দিয়ে অত্যন্ত সঠিক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে বার্তালাপ বন্ধ করেছেন। আমেরিকায় এই সফরে তিনি নওয়াজ শরিফের সঙ্গে দেখা না করলেও ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবেন। এ সবগুলিই আমাদের সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত সদর্থক পদক্ষেপ। তাই বহিরাক্রমণ থেকে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মোদী কিছু না বললেও দরকারী কাজগুলো করছেন - এ বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু আমি শঙ্কিত দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে। এই শঙ্কা আমার গোটা দেশকে নিয়ে ততটা নয়, যতটা ভারতের পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে - মূলতঃ আসাম, বাংলা ও বিহার। লেখা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে আমার স্পষ্ট মত জানাতে চাই - উন্নয়ন দিয়ে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সমস্যা সমাধান করা যাবে না। এর জন্য আলাদা ও দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন। মোদী নিজে প্রায়ই উল্লেখ করেন, আজও করেছেন যে তিনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন। চা বিক্রি করতে করতে দিল্লির লালকেল্লা ও নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়্যার পর্যন্ত পৌঁছেছেন। অর্থাৎ তিনি অতি সাধারণ মানুষেরও সুখ-দুঃখের কথা জানেন।

(শেষাংশ ৫ এর পাতায়)

বিলাবল ভুট্টো থেকে নওয়াজ শরিফ

পাকিস্তানের সুর একই তারে বাঁধা

কিছুদিন আগে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন বিলাবল ভুট্টো। এবার একই সুরে নওয়াজ শরিফ বললেন, কাশ্মীরের মানুষের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার আছে। সেই অধিকারকে সমর্থন করা পাকিস্তানের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কাশ্মীর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত গণভোটের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে শরিফ বলেন, এই সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক শিবিরেরও দায়িত্ব। গণভোটের জন্য কাশ্মীরের মানুষ এখনও অপেক্ষা করে আছেন। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুনের সঙ্গে দেখা করে একপ্রস্থ আলোচনা করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। পরে পাক বিদেশ সচিব এজাজ আহমেদ চৌধুরী নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপুঞ্জের বক্তৃতায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ না ওঠার কোনও কারণ তো দেখছি না।" তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পথ পাকিস্তান বন্ধ করেছে, তাই সেই পথ পাকিস্তানকেই খুলতে হবে।

প্রসঙ্গত, ভারতে নিযুক্ত পাক হাইকমিশনার কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হুরিয়তের নেতাদের সাথে বৈঠক করায় দুই দেশের বিদেশসচিব স্তরের বৈঠক বাতিল করে নয়াদিল্লি। এই প্রসঙ্গে সুষমা স্বরাজ নিউ ইয়র্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, শরিফ ভারতে এলেও হুরিয়ত নেতাদের সাথে দেখা করেননি। তাহলে বিদেশসচিব বৈঠকের ঠিক আগে পাক হাইকমিশনার তাদের সঙ্গে দেখা করলেন কেন? পাকিস্তানের এই পদক্ষেপই আলোচনার রাস্তা বন্ধ করেছে বলে তিনি জানান। পাকিস্তানের ডামাডোল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্যই পাক প্রধানমন্ত্রীর গলায় সেই পুরোনো সুর শোনা যাচ্ছে বলেই অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

দুর্গাপূজার প্রাক্কালে হিন্দুদের উপর হামলা বাংলাদেশে

মন্দির এবং প্রতিমা ভাঙচুর চলছে

সামনে দুর্গাপূজা। বাংলাদেশে চিরাচরিত প্রথা মেনে শুরু হয়েছে হিন্দুদের উপরে হামলা। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে আনন্দের পরিবর্তে বাংলাদেশের হিন্দুর মনে এখন কেবল উদ্বেগ ও শঙ্কা।

২৪ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলার উদমারা গ্রামে রাধাগোবিন্দ জিউর আখড়ায় হামলা চালিয়ে দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলার খবর পাওয়া গেছে। একই ঘটনা ঘটেছে জামালপুর উপজেলার গোপালপুরের ঋষিপাড়া মন্দিরে। এখানে দুর্গাসহ ছ'টি প্রতিমা ভাঙ্গা হয়েছে বলে জানা গেছে। দিনাজপুর জেলার ঠাকুরাণী তারাকালী দুর্গামন্ডপে ২১ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে হামলা চালিয়ে সব কটি প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা।

ভোলা শহরের বীরেন্দ্র বিজয় রায়চৌধুরীর বাড়িতে ১৫ সেপ্টেম্বর হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। এখানেও প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। নীলফামারী জেলার হরতকিতলা পূজামন্ডপ, রংপুর জেলার মোহন্ত পাড়া, খুলনার জলমা ইউনিয়ন, মাদারীপুরের খিলগ্রাম, কুমিল্লার মনোহরপুর, শেরপুরের প্রতাপনগর, নড়াইলের বিঘালিয়া ইউনিয়ন, সিরাজগঞ্জের নন্দাইকোন ইউনিয়ন - এই সব জায়গাতেই প্রতিমা ভাঙ্গা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। প্রতিমা ভাঙ্গার সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে মন্দিরের উপর হামলা, জবরদখল ও উচ্ছেদের হুমকি চলছে সমান তালে। গত কয়েকদিনে হত্যার খবরও এসেছে বেশ কয়েকটি। মাগুরায় বিশিষ্ট হিন্দু নেতা পঙ্কজ বসুকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রাঙামাটির জগন্নাথ মন্দিরের সভাপতি বাবুলকান্তি দে কে হত্যা করা হয়েছে গত ১৮ সেপ্টেম্বর। খুন হয়েছে ছাত্র রুপন দেবনাথ। ১৩ সেপ্টেম্বর গুলি করে হত্যা করা হয়েছে চট্টগ্রামের একজন সেলুন মালিক জগদীশ শীলকে।

দিনাজপুরের একটি শ্মশান জবরদখল করে সেখানে হাট বসানো হয়েছে। বরিশাল মহানগরীর মধ্যে একাধিক হিন্দু পরিবারের জমিও বাড়ি দখল করেছে দুষ্কৃতিরা। চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে কাজল দাসের ২ কোটি টাকা মূল্যের জায়গা জবরদখল করা হয়েছে।

সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রশাসন নির্বিকার। আশা করা গিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের হিন্দুরা নিরাপত্তা পাবেন। কিন্তু বাস্তব এর বিপরীত কথাই বলছে।

মালদায় ন'লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার : গ্রেপ্তার ৩

গত ২৬ সেপ্টেম্বর মালদার কোতোয়ালী এলাকার কালিন্দ্রী সেতু থেকে ৩ লক্ষ টাকার জালনোট সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম আজিজুর শেখ এবং ইমাম শেখ। এদের বাড়ি কালিয়াচক এলাকায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে এই জালনোট চক্রের পিছনে সন্ত্রাসবাদীদের মদতের সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে মনে করছে জেলা গোয়েন্দা দপ্তর। এদিকে ২৫ তারিখ রাতে মালদা টাউন স্টেশন এলাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকার জালনোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত ১৪ দিনের মধ্যে এই নিয়ে মোট ১৭ লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার করল মালদা জেলা পুলিশ। জালনোট পাচারচক্রের সন্ধান চলছে।

কিশোরীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা আমতায়

গণধোলাইয়ের পর গ্রেপ্তার আজিজুর

হাওড়া জেলায় হিন্দুরা বারবার অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। নোরিট, পাঁচলা, বিকিহাকোলা এইরকম ঘটনার সাক্ষী। গত ২৭ সেপ্টেম্বর হাওড়া জেলার আমতা বাস স্ট্যান্ডে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে কাঁসরা গ্রামের বাসিন্দা আজিজুর রহমান মল্লিক। কিশোরীর চিৎকারে আজিজুরকে ধরে ফেলে এবং গণধোলাই করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

সূত্রের খবর, আমতা এলাকার সোনামযী গ্রামের ওই কিশোরী সেদিন বাস থেকে আমতা বাস স্টপে নেমে ব্যাঙ্কে যাওয়ার জন্য হাটতে শুরু করলে আজিজুর তার পিছু নেয় এবং তার ঠিকানা, ফোন নম্বর জানার জন্য উত্যক্ত করতে থাকে। শেষে মেয়েটি চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন আজিজুরকে ধরে ফেলে এবং উত্তম মধ্যম দেওয়ার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পেট্রাপোলে ১ কেজি সোনাসহ ধৃত যুবক

গত ২৬ সেপ্টেম্বর বনগাঁর খরের মাঠ এলাকা থেকে ১ কেজি সোনাসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল বি এস এফ। ধৃতের নাম অরূপ অধিকারী। আটক হওয়া সোনার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। এদিকে গত ২৪ সেপ্টেম্বর মছলন্দপুর রেল স্টেশন থেকে ৬৪ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তর। এক্ষেত্রে ধৃত মিন্টু মন্ডল এবং মিলন মন্ডলের কাছ থেকে ২১ টি সোনার বিস্কুট পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ থেকে সোনা পাচার করে ভারতে নিয়ে আসার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এই পাচার কাজে স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের জড়িত থাকার ঘটনা কপালে ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসনের।

সীমান্তে জামাতের প্রভাব বৃদ্ধি

রাজনাথের দ্বারস্থ উদ্বিগ্ন শমীক

বাংলাদেশ সীমাসংলগ্ন জেলাগুলিতে জামাত-এর প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বি জে পি'র নবনির্বাচিত বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য। পূজার পরেই তিনি এই উদ্দেশ্যে দিল্লি রওনা হবেন। এই বিষয়টি তিনি বিধানসভাতেও তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন।

শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, বসিরহাটের মানুষের উন্নয়নের জন্য লড়াই করা আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তবে সীমান্তবর্তী এলাকায় জামাতের মত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধির বিষয়টিও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এবিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য ইতিমধ্যেই আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছি। এরাজ্যের শাসকদল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য মৌলবাদীদের মদত জুগিয়েছে। এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকায় নীরবে সম্প্রদায়গতভাবে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। কেন্দ্রকে অবহিত করার পাশাপাশি রাজ্যে এর মোকাবিলা রাজনৈতিকভাবে করতে হবে। তার রণকৌশলের ব্যাপারেও আলোচনা দিল্লিতে হবে।

প্রসংঙ্গত, রাজ্যের সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানের সাথে বাংলাদেশের জামাতের সংস্রব নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন সরগরম। এই পরিস্থিতিতে শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। পাশাপাশি আরও একটা প্রশ্ন উঠে আসছে বিভিন্ন মহল থেকে। সেটা হল, গোয়েন্দাদের পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী ইমরানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য বি জে পি'র তরফ থেকে একবারের জন্যেও ইমরানের গ্রেপ্তারের দাবী করা হচ্ছে না কেন? কেনই বা ইমরানের রাজ্যসভার সদস্যপদ খারিজ করার দাবীতে জোরদার আন্দোলন করা হচ্ছে না রাজ্যব্যাপী।

বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার : ধৃত ৭

গত ৭ অক্টোবর মুর্শিদাবাদের ওমরপুরে বেআইনি অস্ত্র ব্যবসার অভিযোগে আনোয়ার খান নামের এক প্রাক্তন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় জড়িত আরও ৬ জনকে গেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে ৬ টি পাইপগান, দুটি মাস্কেট, দুটি পিস্তল এবং ১৭ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

আবার হিন্দু ধর্মের অবমাননা

মা কালীর মূর্তি এবার খেলার পুতুল

আর্জেন্টিনার দুই শিল্পীর ওয়েবসাইটে মা কালীরূপী বার্বি ডলের ছবি পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। পুতুলের বাক্সটিতে 'ওম' মন্ত্র ছাপা হয়েছে। মারিয়ানেলা পেরেলি এবং পুল পুওলিনি নামের দুই পুতুল শিল্পীর প্রদর্শনীতে এই পুতুল দেখতে পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। আগামী ১১ অক্টোবর বুয়েনস আইরেসে বার্বির অন্যান্য কালেকশনের সাথে এই পুতুলটিও শোভা পাবে।

এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। মার্কিন সেনেটের বিশিষ্ট নেতা রাজন জেড জানিয়েছেন, বার্বি কালী ভ্রান্ত, অনুচিত এবং অপ্রাসঙ্গিক। হিন্দুধর্ম সারা বিশ্বের শিল্পকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও প্রতীককে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা অনুচিত।

পুলিশ নয়, চোলাইয়ের ঠেক ভাঙ্গলেন মহিলারাই

হুগলী জেলার পান্ডুয়ায় অভিনব পদক্ষেপ নিলেন এলাকার মহিলারা। আশুয়া এলাকায় গজিয়ে ওঠা চোলাইয়ের ঠেকগুলির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেনি পুলিশ। তাই ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে স্থানীয় মহিলারা একত্রিত হয়ে বেশ কয়েকটি চোলাইয়ের ঠেকে ভাঙ্গচুর চালালেন। উত্তেজিত মহিলারা চোলাই কারবারীদের মারধর করেছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে। মহিলারা বলেছেন, ভবিষ্যতে পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সীমান্তে গ্রেপ্তার ৭ অনুপ্রবেশকারী

অনুপ্রবেশকারী ৭ বাংলাদেশী যুবককে গ্রেপ্তার করল হিলি থানার পুলিশ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ধৃতরা বাসুদেবপুর এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু মোবাইল এবং বাংলাদেশী সিমকার্ড পাওয়া গেছে।

মালদায় ব্যবসায়ী খুন : গ্রেপ্তার ২

গত ৪ অক্টোবর রাতে মালদার চাঁচোলে খুন হয় গোপাল রায় নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তার গলার নলি কেটে, স্ত্রী সীমা রায়কে মারধর করে বেঁধে রেখে লক্ষাধিক টাকার অলংকার ও নগদ টাকা লুঠ করে পালায় দুষ্কৃতিরা। তদন্তে নেমে পুলিশ মিঠুন আলি এবং জাহাঙ্গির খান নামের দুজন কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে। এর আগেও একাধিক ডাকাতির ঘটনাসহ জালনোট পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগ আছে মিঠুন আলির বিরুদ্ধে। ধৃত জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে একটি পাইপগান ও তিন রাউণ্ড কার্তুজ পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ডাকাতির ঘটনার পরে মালদা চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবী করা হয়েছিল।

প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার বর্ধমানের বাদশাহী রোডে

বর্ধমানের খাগড়াগড়ের অদূরবর্তী বাদশাহী রোডের মাঠপাড়ায় রেজাউল শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রভান্ডারের হদিস পাওয়া গেল। এন এস জি'র বিশেষজ্ঞ দল তল্লাশি চালিয়ে শাকিল গাজীর সহযোগী রেজাউলের বাড়ি থেকে ৪০ টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ৫ টি সকেট বোমা সহ ২৫ ব্যাগ বিস্ফোরক উদ্ধার করে।

প্রসঙ্গত, এই রেজাউলের বাড়ি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের ভুতোর বাগানে। বর্ধমানের এই ডেরায় বসবাস প্রায় ১৫ বছর ধরে। এই কান্ডে একের পর এক রেজাউল শেখ, বোরহান শেখ, মন্টু শেখদের মত স্থানীয় লোকেদের যোগসূত্র দেশের নেতাদের বাংলাদেশী সন্ত্রাসের তত্ত্বকে খারিজ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরোপুরি জড়িত। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই নেতারা দেশবাসীকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন যে এই সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সাথে এ রাজ্যের মুসলিম সমাজের কোন সম্পর্ক নেই, এইসব ঘটাচ্ছে বাংলাদেশীরা। বাস্তব কিন্তু অন্য কথাই বলছে।

দীপাবলিতে নাশকতার ছক আল কায়দার

আল কায়দা এবং আই এস আই এস যৌথভাবে ভারতের প্রমুখ শহরগুলিতে নাশকতার ছক কষছে বলে জানালেন এন এস জি'র অধিকর্তা জয়ন্ত চৌধুরী। এন এস জি'র ৩০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই একথা বলছেন বলে তিনি জানান, আল কায়দা এবং আইসিস্ ভারতের লস্কর, আই এম-এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দেশের প্রমুখ শহরগুলিতে নাশকতা ঘটানোর পরিকল্পনা করেছে। ভারতে ইতিমধ্যে তাদের জাল বিস্তার করেছে এই জঙ্গি সংগঠনগুলি। কমপক্ষে ১০০ জন ভারতীয় ইরাকে গিয়ে আইসিসের হয়ে লড়াই করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ একটি টিভি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'কাশ্মীরে আমাদের লোকজন ভারতের বিরুদ্ধে লড়ছে। তাদেরকে উৎসাহ দিয়েই কাজ হাসিল করা যাবে। লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানি কাশ্মীরের জন্য যুদ্ধে যেতে তৈরী আছে। আমরা চড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দেব না। মুখের মত জবাব দেব।'

(প্রথম পাতার শেষাংশ)

খাগড়াগড় কান্ড ঃ হিমশৈলের চূড়া মাত্র

শিকড় এরাজ্যে কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তা খাগড়াগড়ের এই ঘটনা আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যোগাযোগ। একে সরাসরি বলা যায় সন্ত্রাসের পিছনে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষার অনুপ্রেরণা। বিস্ফোরণে স্বামী মারা গেছে। স্ত্রী স্বামীর এই 'শাহাদতে' গর্বিত! শোকের লেশমাত্র নেই তার মনে। কারণ, স্বামী জেহাদ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছে। ইসলাম অনুসারে তার জন্নতে যাওয়া সুনিশ্চিত। তাই এতে দুঃখের কী আছে? জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই কথা শুনে বাকরুদ্ধ গোয়েন্দারা। কী ভয়ঙ্কর এই অনুপ্রেরণা! এই জেহাদি শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলিতে তদন্ত চলছে। উঠে আসছে জঙ্গিযোগের তথ্য। মানসিক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে জঙ্গিদের ব্যবহারিক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এই মাদ্রাসাগুলিতে। একাধিক ইমামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সব থেকে বিপজ্জনক যে তথ্য এই ঘটনার ফলে সর্বসমক্ষে উঠে এসেছে, তা হল এই জেহাদি সন্ত্রাসে স্থানীয় মুসলমানদের যোগ। বাংলাদেশের জঙ্গিদের এক অংশ এরাজ্যে অত্যন্ত সক্রিয়, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু এতে স্থানীয় মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণের যে তথ্য উঠে এসেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। রাজিয়া বিবি, আমিনা বিবি, হাকিম মোল্লা, বোরহান শেখ - এরা কেউ বাংলাদেশী নয়। সকলেই এরাজ্যের বাসিন্দা। এছাড়াও আরও অনেক আছে। যদি না থাকে তাহলে বাংলাদেশী জঙ্গিদের এরাজ্যে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় কারা দিচ্ছে? এদের জন্য ঘরভাড়া কে ঠিক করে দিচ্ছে? ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ড বানাতে কে সাহায্য করছে? গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর জন্য কলকাতার কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

কোন এক অজানা বাধ্যবাধকতায় অথবা শুধুমাত্র সস্তা রাজনৈতিক লাভের আশায় রাজ্যের সরকারী দল সন্ত্রাসবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। রাজ্যবাসীকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব যাদের - পুলিশ, প্রশাসন এমনকি বি এস এফ-ও পাচারচক্রের বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছে। এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গব্যাপী নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে চলেছে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা। মোটকথা পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তুপের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত খাগড়াগড়ে আজও নিঃশব্দে চলছে জেহাদ তা আমরা জানি না। যেটুকু জানতে পারছি তা হল হিমশৈলের চূড়ার মত, অর্থাৎ ষড়যন্ত্রের অতি সামান্য অংশ। তদন্ত চলছে। নিচের স্তরের অনেক জেহাদিই হয়তো শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক বড় বড় মাথা, যারা এই জেহাদিদের পৃষ্ঠপোষক ও সঞ্চালক, তারা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে কিনা সেটাই এখন আমাদের মরণ বাঁচনের প্রশ্ন।

কালীমন্দিরে গরুর মাথা ঃ উত্তাল চাকুলিয়া

গত ১০ অক্টোবর সন্ধ্যা ছ'টা। উঃ দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া ব্লকের মজলিশপুর গ্রাম। ৩১ নং জাতীয় সড়কের পাশের কালী মন্দিরে গরুর মাথা ফেলে যায় মোটর সাইকেল আরোহী দুষ্কৃতিরা। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দুরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। উত্তেজিত জনতা একটি ১০ চাকার ট্রাক জ্বালিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ নামানো হয়। চলে লাঠিচার্জ। ৯ জন হিন্দুকে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

বৈষ্ণবনগরে বোমা বিস্ফোরণ ঃ বাড়ির মালিক পলাতক

গত ১২ অক্টোবর সন্ধ্যায় মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের বাজেয়াপ্তি গ্রামে একটি বাড়িতে মজুত রাখা বোমা ফেটে যায়। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বাড়ির মালিক কামাল শেখ পালিয়ে যায়। বিস্ফোরণে বাড়ির মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে যায়।

দেগঙ্গায় ধর্ষণ ঃ গ্রেপ্তার সেলিম মোল্লা

গত ১১ অক্টোবর দেগঙ্গা থানার ঝিকরা গ্রামে এক যুবতীকে রাস্তায় একা পেয়ে ধর্ষণ করে স্থানীয় ব্যবসায়ী সেলিম মোল্লা। গ্রামের রাস্তার পাশের আঁখের জমি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে তার কাকা। গ্রাম্য বিচারের সভা ছেড়ে বেড়িয়ে গিয়ে সবাইকে অবাক করে থানায় হাজির হয় ধর্ষক। পুলিশের কাছে উল্টে মেয়েটির বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর চেষ্টা করলেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

(৩ এর পাতার শেষাংশ)

নরেন্দ্র মোদীর 'রসম্ পাগড়ি'

তপন কুমার ঘোষ

খুবই ভাল কথা। কিন্তু ভারত দেশটা খুব বড়। তিনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন গুজরাটে, ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে। সেখান থেকে ২৫০০ কিমি দূরে নমনি আসাম, বরাক ভ্যালী, বিহারের পূর্ণিয়া-কিশানগঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের হিন্দুর সুখ-দুঃখের কথা, নিরাপত্তাহীনতার কথা তিনি ঠিকমত জানেন কি না আশঙ্কা হয়। যদি জানেন তাহলে খুবই ভাল। কিন্তু যদি না জানেন, তাহলে বড় চিন্তার কথা। উন্নয়ন চাই, কিন্তু লুণ্ঠিত সোমনাথ চাই না। তাই উন্নয়ন যেন বেনিয়ার উন্নয়ন না হয়, যারা সম্পদ সৃষ্টি বা আহরণ করতে পারে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না। আমাদের এই বাংলাতেই বিশাল সম্পদের মালিক ছিল উমিচাঁদ, জগতশেঠ। কিন্তু লম্পট, মদ্যপ, দুশ্চরিত্র সিরাজদৌল্লার লালসা থেকে নিজের পরিবারের কন্যাদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতাটুকুও তাদের ছিল না। শোনা যায় জগতশেঠের সুন্দরী কন্যাকে রাতের অন্ধকারে নৌকা করে কাশী পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল আলিবর্দীর আদুরে নাতি সিরাজের লালসা থেকে বাঁচাতে। আজ বাংলা, আসাম, বিহারের ঘরে ঘরে আমাদের কন্যারা সেই অবস্থায় পড়েছে। আমাদের মঠ-মন্দির বিধ্বস্ত ও অপবিত্র। আমাদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও অনুষ্ঠান আক্রান্ত। গ্রামের পর গ্রাম মুসলিম দুষ্কৃতিদের আক্রমণে লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। আমাদের দেবোত্তর জমি ও শ্মশানের উপর বিধর্মীর থাবা। এক কথায় সাধারণ ও দরিদ্র হিন্দুরা বিপন্ন, তাদের পায়ের নিচের মাটি বিপন্ন। চলছে নিঃশব্দ সন্ত্রাস, চলছে নিঃশব্দ পলায়ন। তৈরী হচ্ছে আবার পাকিস্তানের পটভূমি। ইসলামিক বাংলাদেশের সীমানা ক্রমেই আসাম, বাংলা ও বিহারের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। রাজনৈতিক কলরবে সাধারণ হিন্দুর এই আর্তনাদ চাপা পড়ে যাচ্ছে। বিষাক্ত সেকুলারিজমের প্রোডাক্ট মিডিয়া হিন্দুর সেই আর্তনাদকে চাপা দিচ্ছে। মোদীর কানে কি সেই আর্তনাদ পৌঁছাচ্ছে? ঠিক জানি না। জানিনা বলেই মনে সংশয় - এই উন্নয়ন সেই তাম্রলিপ্ত-সপ্তগ্রামের উন্নয়ন নয় তো? এই সম্পদ সেই সোমনাথের সম্পদ নয় তো, যা বার বার লুণ্ঠিত হবার জন্য অপেক্ষা করে আছে! (শিবাজী একথা বুঝেছিলেন বলেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে নিজে দুবার বাণিজ্যনগরী সুরাট লুঠ করেছিলেন)

তাই ভারতের পূর্বপ্রান্তের মানুষের পক্ষ থেকে চিৎকার করে মোদীকে জানাতে চাই, আপনি সারা ভারতে উন্নয়ন করুন, কিন্তু আমাদের জন্য আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। উন্নয়ন আমাদের একটু পরে হলেও চলবে। ঘরের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হওয়ায় আমাদের নৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে যাচ্ছে। ধর্ম আক্রান্ত হওয়ায় আমরা আরও বেশী করে নুইয়ে পড়ে আপোষকামী হয়ে যাচ্ছি। সব পরিস্থিতিই মেনে নিচ্ছি, আর যখন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তখন পালিয়ে যাচ্ছি। চিৎকার করে মোদীকে বলতে চাই, এ আমাদের দুর্বলতা নয়, কাপুরুষতা নয়। রাষ্ট্রযন্ত্র ও সেকুলারিজমের বিষাক্ত পরিবেশ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। তাই, হয় আপনি নিজে দায়িত্ব নিন পূর্বভারতের মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার ও ক্রমবর্ধমান ইসলামীকরণকে রোখার, অথবা সেকুলারিজমের বিষাক্ত পরিবেশকে অপসারিত করে রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করুন যাতে হিন্দুরা নিজেরাই এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। মোদীকে চিৎকার করে জানাতে চাই, জগত শেঠ-উমিচাঁদের মত উন্নয়ন আমাদের এই পূর্বভারতে আজ দরকার নেই। আগে দরকার নিরাপত্তা। তার জন্য স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ প্রশাসন। এটুকু দিন। বাকীটা আমরা করে নেব।

শিবপ্রসাদ রায়
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
নিত্যরঞ্জন দাস-এর
লেখা সমস্ত বই পাওয়া যায়
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩
ফোনঃ ৯১৪৩০৩৭৮১৬

লাভ জেহাদের শিকার দশম শ্রেণির ছাত্রী

সংহতি কর্মীদের চেষ্টায় উদ্ধার

লাভ জেহাদ। এবার বলি হতে চলেছিল দঃ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর দাসপাড়ার ১৬ বছরের যুবতী মালতি বসু (নাম পরিবর্তিত)। দশম শ্রেণির ছাত্রী। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ। জানা যায় মহঃ খোকন মিস্ত্রি, যে মালতির দিদির বাড়িতে ভাড়া থাকত, মালতিকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে।

ঘটনার বেশ কিছুদিন পর গত ১২ অক্টোবর মালতি তার বাড়িতে ফোন করে। বলে সে বিপদের মধ্যে আছে। তাড়াতাড়ি উদ্ধার করার জন্য আকুতি জানালেও তাকে কোথায় রাখা হয়েছে সেকথা ঠিকমত বলতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে মালতির বাবা স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেন। সংহতি কর্মীদের সহায়তায় জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ জনেনো হয় ১৫ ই অক্টোবর। সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর থানার ও সি বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে সাব-ইনস্পেক্টার গৌতম বিশ্বাস দুজন সংহতি কর্মীকে সাথে নিয়ে রাত দুটো'র সময় মেটিয়াবুরুজ এলাকায় খোকন মিস্ত্রির বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখানেই মালতিকে আটকে রাখা হয়েছিল। অবশেষে মালতি এখন তার বাবা-মা'র নিরাপদ আশ্রয়ে।

হুগলীর জাঙ্গিপাড়ায় উদ্ধার এস এল আর-এর কার্তুজ

আগেই খবর ছিল খাগড়াগড় কান্ডের অন্যতম অভিযুক্ত কওসর জাঙ্গিপাড়ার বাহানা গ্রামে এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল। এর পর ১৭ অক্টোবর সকালবেলা সেই জাঙ্গিপাড়ার অযোধ্যা এলাকায় রাস্তার ধারে পাওয়া গেল ৪৯ রাউন্ড এস এল আর-এর কার্তুজ।

এন আই এ জানতে পেরেছে যে কওসর জাঙ্গিপাড়ার এক প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল। খুব তাড়াতাড়ি ওই নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে তারা। এই খবরে এমনিতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল এলাকায়। তারপর এই ঘটনায় রীতিমত হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে জেলা জুড়ে।

সাধারণ দুষ্কৃতিরা এস এল আর-এর মত স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ব্যবহার করে না। এর গুলির পাল্লা ৩০০ মিটার এবং জখম করার পাল্লা ৮০০ মিটার। এত সংখ্যায় এই রাইফেলের গুলি উদ্ধার হওয়ায় জঙ্গিযোগের একটা গন্ধ পাচ্ছে সবাই। পুলিশও একপ্রকার ধন্দে পড়েছে এই ঘটনায়। সবার মনে এখন এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে - হুগলী জেলার নামও কি তাহলে কালো তালিকায় যুক্ত হল?

প্রসঙ্গত, জাঙ্গিপাড়া ব্লকের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মণিরুল ইসলামের নাম কওসরকে আশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে জঙ্গি যোগের সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশি পাচারকারী গ্রেপ্তার ইসলামপুরে

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ভোরে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের গোয়ালপোখর এলাকা থেকে পুলিশ এক বাংলাদেশি পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম মহম্মদ রফিক। সে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ জেলার হরিণমারির বাসিন্দা। সূত্রের খবর, এলাকার কুখ্যাত অপরাধী গুলজারকে ধরতে তার বাড়িতে অভিযান চালালে গুলজার পালিয়ে গেলেও সেখান থেকে ধরা পড়ে যায় এই রফিক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতিদের সঙ্গে স্থানীয় নাগরিকদের এই যোগসাজশের ঘটনা এরাজ্যে নতুন নয়। আহমেদ হাসান ইমরান, হাজি নুরুল ইসলামের মত বিশিষ্ট নাগরিকদের নামও এর সাথে জড়িত। পার্থক্য শুধু এই যে, বিশিষ্টদের ছোঁয়া এরাজ্যের পুলিশের ক্ষমতার বাইরে।

'এদেশে আমাদের কি ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে?'

প্রশ্ন দেগঙ্গার সংখ্যালঘু হিন্দুদের

উঃ২৪ পরগণার দেগঙ্গা থানার সুবর্ণপুর কলোনী বাজারে বিনা অনুমতিতে মুসলমানদের জলসা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার হিন্দুদের আপত্তি সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠান জোর করে করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত ছোট হিন্দু কলোনী এই সুবর্ণপুর। এবছর সেখানে হিন্দুদেরকে বিশ্বকর্মা পূজা করতে বাধা দেয় স্থানীয় মুসলিমদের একাংশ। পূজা করতে না পারায় ক্ষুব্ধ হিন্দুরা প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই জলসার বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চাকলা পঞ্চায়েতের এই ছোট কলোনীর হিন্দুরা দেগঙ্গা থানায় গেলে পুলিশ এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে।

ভারতে জেহাদি নিয়োগ চলছে

সতর্ক গোয়েন্দাদপ্তর

আই এস আই এস এবং আল কায়দা, এই দুই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হয়ে ভারতে জোরকদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা। আফগানিস্তানে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভারতে জঙ্গি নিয়োগ করে চলেছে আই এম-এর প্রধান ইয়াসিন ভাটকলের একদা সঙ্গী আবদুল কাদের সুলতান। ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা(এন আই এ) আগেই 'ওয়ান্টেড' ঘোষণা করেছে এই সুলতানকে। সম্প্রতি কলকাতায় ধরা পড়া হায়দ্রাবাদের চার যুবককেও এই সুলতানই নিয়োগ করেছিল ইন্টারনেটের মাধ্যমে। গত মার্চ মাসে যোধপুরের এক বাসিন্দা সহ জয়পুরের দুই ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরাও সুলতানেরই নিযুক্ত বলে জানা গেছে। এই কাজে সুলতানের আর একজন সহযোগীর খবর পাওয়া গেলেও তার কোন নাম অথবা ছবি গোয়েন্দাদের কাছে নেই বলে জানা গেছে।

আল কায়দার বর্তমান প্রধান আল জাওয়াহিরির ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই নড়েচড়ে বসেছিল গোয়েন্দা দপ্তর। এখন তাদের সন্দেহ ধীরে ধীরে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। এন আই এ একদিনে ২০ জন ফেরার মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার চার্জ এনেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সাথে সাথে আল কায়দা ও আইএসআইএস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আর্জি জানিয়েছে এন আই এ।

গরুপাচারে মদতের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

বিক্ষোভকারীদের উপরে গুলিবর্ষণ ঃ মৃত ১

প্রায় সপ্তাহখানেক আগে পুলিশের মদতে গরুপাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে পুলিশ-জনতা খন্ডযুদ্ধ হয় কুচবিহার জেলার টাপুরহাটে। উত্তেজিত জনতা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে ডোবায় ফেলে দেয়। এর পর টাপুরহাট ফাঁড়ি ঘেরাও করলে পুলিশ বিক্ষোভরত জনতার উপরে গুলি চালায়। তাতে কৃষ্ণ মোদক নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়। গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তার মৃত্যু হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গরুপাচারে যে সমস্ত পুলিশকর্মী যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে গ্রামবাসীদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। বর্তমানে গোটা গ্রাম পুরুষশূন্য। পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ন'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠার পরে অস্ত্রোপচারের সময় সংক্রমণই যুবকটির মৃত্যুর কারণ বলে জানা গেছে।

মেদিনীপুরের গড়বেতায় গৃহবধূকে গণধর্ষণ ঃ গ্রেপ্তার ২

বাসে তুলে দেওয়ার নাম করে গ্রামেরই এক গৃহবধূকে লজে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করল দুই যুবক। এই অভিযোগে ফরিদ খান এবং মাজারুল খানকে গ্রেপ্তার করল গড়বেতা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ি কেশপুর। গত ৪ সেপ্টেম্বর বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য শ্বশুরবাড়ি বলরামপুর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। গ্রামের রাস্তায় অভিযুক্তদের সাথে দেখা হয় তার। চন্দ্রকোণা টাউনে বাস ধরিয়ে দেওয়ার নাম করে অভিযুক্তরা তাকে বাইকে তুলে নেয়। এরপর চন্দ্রকোণা টাউনে একটা লজে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ওই গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে ২৩ সেপ্টেম্বর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংস্কৃত পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক হল লন্ডনের একটি স্কুলে

লন্ডনের একটি বৃটিশ স্কুলের জুনিয়র ডিভিসনে সংস্কৃত পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্কুলটির নাম 'সেন্ট জেমস ইনডিপেনডেন্ট স্কুল'। ওয়েস্ট লন্ডন স্থিত এই স্কুলটির পরিচালকরা মনে করেন, সংস্কৃত পড়লে ছাত্রছাত্রীরা সহজে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের কঠিন সূত্রগুলি বুঝতে পারবে। পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিখতেও তাদের সুবিধা হবে।

জালনোট সহ গ্রেপ্তার দুই জামাত সদস্য

উঃ ২৪ পরগণার হাসনাবাদ থেকে জালনোট সহ গ্রেপ্তার হল দুই বাংলাদেশী। ধৃতরা বাংলাদেশের জামাতের সদস্য বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করেছে সি আই ডি। পাঁচ হাজার টাকার জালনোট সহ ধৃত ফারুক হোসেন সরদার এবং সাদ্দাম হোসেনের বাড়ি সাতক্ষীরার পাঁচপোতা গ্রামে। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাট আদালত।

চিনের হুমকির কড়া জবাব দিলেন রাজনাথ

অরুণাচল প্রদেশে চিনা সীমান্ত বরাবর রাস্তা তৈরীর জন্য ভারতের উদ্যোগের কড়া সমালোচনা করেছিল চিন। তার প্রতিক্রিয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন,'আজকের যুগে ভারতকে কেউ হুমকি দিতে পারে না। সীমান্তে সমস্যার সমাধান চাইলে দুই পক্ষকে আলোচনায় বসতে হবে। প্রসঙ্গত, অরুণাচলের সীমানা বরাবর ১৮০০ কিলোমিটার রাস্তার নেটওয়ার্ক তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ নামখানায়

ঘটনা নামখানা ব্লকের দেবনগর গ্রামের। লক্ষ্মীপূজার দিন প্রতি বছরের মত এবছরও ধাপাস খেলার টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় দুর্গাপুর গ্রামের টিমের খেলার সময় কিছু সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডা, পরে সংঘর্ষ। সেই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের অছিলায় খেলার আয়োজন পন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করে দুর্গাপুর গ্রামের কিছু লোক। জনৈক আয়োজকের কথায়, দুর্গাপুরের মুসলমানদের এই টিম প্রতি বছর ঝামেলা করে। এবার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। সূত্রের খবর, সংঘর্ষ শুরু হলে গ্রামবাসীরা হামলাকারীদের প্রচন্ড মারধর করে এবং আটক করে রেখে দেয়। পরে পুলিশ এবং স্থানীয় টি এম সি নেতা সিরাজ খানের মধ্যস্থতায় ঘটনার মীমাংসা হয়।

পালিত হল হিন্দু সংহতির বিজয়া সম্মেলন

গত ১৯ অক্টোবর হিন্দু সংহতির উদ্যোগে কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরীতে পালিত হল বিজয়া সম্মেলন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য রাখেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ, সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। মিষ্টিমুখ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

৪৬ এর নোয়াখালি

মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়

১০ ই অক্টোবর, ১৯৪৬ সাল। কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রি রূপান্তরিত হল বিভীষিকার কালো রাত্রিতে। ১৮ শতাংশ হিন্দুর উপর ঝাপিয়ে পড়ল ৮২ শতাংশ জেহাদি মুসলমান। পূর্বপরিকল্পিত এই নৃশংস আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হল হিন্দুর ধন, প্রাণ, মান - সবকিছু। হল নির্বিচারে গণহত্যা, নারীধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। কী হয়েছিল সেই দিনগুলোতে.........

সর্বনাশের পূর্বাভাস

সেপ্টেম্বর মাস থেকে নোয়াখালিতে শুরু হয়েছিল লাগাতার হিন্দু-বিদ্বেষী প্রচার। হিন্দুদের দোকান বয়কট করবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল মুসলমানদের কাছে। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড-এর ভলান্টিয়াররা হিন্দু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত যেন কোন মুসলমান সেখান থেকে জিনিস না কেনে। শত প্রয়োজনেও কোন মুসলমান হিন্দু দোকান থেকে জিনিস কিনলে তাকে প্রকাশ্যে কান ধরে উঠবস করতে হত। সরকার তার গোপন রিপোর্টে জানিয়েছিল , "Muslims buying goods from Hindus were abused and beaten." কোর্টে গিয়ে মুসলমানদের কাছে আহ্বান জানানো হত যেন কোনভাবেই তারা হিন্দু উকিলের কাছে না যায়।

নোয়াখালিতে বড় বড় পানের মৌজা ছিল। হাটের দিন লীগের কর্মীরা হিন্দুদের পানের আড়তগুলির সামনে পিকেটিং করে থাকত যেন কোনভাবেই হিন্দুরা পান বিক্রি করতে না পারে।

এভাবে হিন্দুদের ভাতে মারার সাথে সাথে শুরু হয়েছিল তাদের জীবনের সামান্যতম নিরাপত্তাটুকুও কেড়ে নেওয়া। বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি ডাকাতি করা, প্রকাশ্য স্থানে গরু জবাই করা ও সেই মাংস হিন্দুদের বাড়ির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা-এ সবই ছিল গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে লীগের কাফেরশূন্য নোয়াখালি তৈরীর পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

(নোয়াখালি নোয়াখালি, শান্তনু সিংহ, পৃষ্ঠা ঃ ১৮)

হিন্দুদের জীবন কিভাবে বিভীষিকার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তা স্মরণ করতে এখনও আঁৎকে ওঠেন বেগমগঞ্জ থানার পাঁচ গাঁও-এর মানুষ। ''আমাদের পাশেই একটা ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। ওরা ছিল চার ভাই। কুরবানির দিন ওদের ঠাকুর মন্দিরের সামনে গরু কাটা হল, তারপর ঝুড়ি করে ওদের চার ভাইয়ের ঘরেই মাংস পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওরা তো এসব দেখে একবারে আঁৎকে উঠেছে আর কী! অনেকে ঘৃণায় বমি করতে শুরু করল। ব্যাস, আর যায় কোথায়। গ্রামের সমস্ত মুসলমান ওদের বাড়ি ঘিরে ধরল। বলল, 'শালা মালাউন, হারামজাদা, আমাদের খোদার প্রসাদ অপমান করলি!' বিচার বসল, ওদের শাস্তি হল। বাড়ির সব পুরুষকে নাকে খৎ দিতে হল, জরিমানা ধার্য্য হল ২৫০টাকা।"

(নোয়াখালি নোয়াখালি, পৃষ্ঠা ঃ ১৯)

একদিকে যখন লাগাতার ত্রাসের সৃষ্টি করে হিন্দুদের মনস্তাত্বিকভাবে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছিল, অন্যদিকে তখন মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছিল ধর্মীয় কুসংস্কারকে সম্বল করে। মৌলভিরা গ্রামেগঞ্জে এমনও প্রচার করেছিল যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং এই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে হবে।

নোয়াখালির রাস্তায় সেদিন এভাবেই পড়ে ছিল হিন্দুদের মৃতদেহ।

রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর বাড়ি

ত্র্যম্বকানন্দের নেতৃত্বে নোয়াখালিতে ত্রাণ বিতরণ

১১ ই অক্টোবর নোয়াখালি গণহত্যার নায়ক গোলাম সারোয়ারের 'মিয়ার ফৌজ' চৌধুরী বাড়ি আক্রমণ করে। জেলা 'বার কাউন্সিল' এর সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর সাথে সেদিন বাড়িতে ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ত্র্যম্বকানন্দ রাজেন্দ্রবাবু বন্দুক এবং ত্র্যম্বকানন্দ খড়্গা নিয়ে সারা দিন লড়াই করলেন। রাতে বাড়ির মহিলা ও শিশুদের ত্র্যম্বকানন্দর সাথে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে রওনা করে পরের দিন সকাল থেকে আবার লড়াই শুরু করলেন রাজেন্দ্রবাবুরা। প্রবল বিক্রমে লড়াই করে দাদা চিন্তাহরণ রায় এবং ভাই সতীশ রায় সহ ২২ জন সেদিন শহিদ হয়েছিলেন। নোয়াখালির ১৮ শতাংশ হিন্দু সেদিন বিনা যুদ্ধে মাটি এবং ধর্ম ছাড়েনি। ত্র্যম্বকানন্দের কথায় ১০ হাজার মুসলমানের মোকাবিলা ৩ দিন ধরে করেছিলেন রাজেন্দ্রবাবুরা!

নোয়াখালির অত্যাচারিতদের জন্য গান্ধিজীর হিং টিং ছট্ উপদেশ

"মেয়েদের জানা উচিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাদের খুব সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং কোন প্রকার ওজর আপত্তি করা ঠিক হবে না। কেবলমাত্র তাহলেই তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার বন্ধ হবে।.....তারা (হিন্দুরা) যেন কখনোই অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ না করে। বরং তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া। তাহলেই দাঙ্গা থেমে যাবে।"

নোয়াখালি হল দারুল ইসলাম !

নোয়াখালির রামগঞ্জ থানার একটি বাচ্চা মেয়ের অভিজ্ঞতা ঃ ১০ই অক্টোবর সকালে একদল লোক ঐ মেয়েটির বাড়িতে এসে মুসলীম লীগের তহবিলে পাঁচশ টাকা চাঁদা চায়। চাঁদা না দিলে বাড়ির সবাইকে খুন করা হবে বলে ওরা হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে মেয়েটির বাবা ওদের পাঁচশ টাকা দিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণ বাদে ওরা আবার আসে, সঙ্গে এক বিরাট জনতা। ঐ বাড়ির জনৈক অভিভাবক, যিনি আবার পেশায় মোক্তার, ঐ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে এগিয়ে যান। কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ করবার আগেই তাঁর মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর গুন্ডারা পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক লোকটিকে (মেয়েটির দাদু) খুন করে। এবার মেয়েটির বাবার পালা। মেয়েটির বাবাকে তাঁরই সদ্য খুন হওয়া বাবার মৃতদেহের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। তখন মেয়েটির ঠাকুমা তাঁর ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ছেলের দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ওদের কাছে ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকেন। কিন্তু তাতে ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ মহিলার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং তাঁর অচৈতন্য দেহ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার আবার ওরা মেয়েটির বাবাকে মারতে উদ্যোগী হয়। মেয়েটি ভয়ে এতক্ষণ ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। বাবার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঐ ঘাতকের হাতে গায়ের গহনা ও চারশ টাকা দিয়ে তাকে কাকুতি মিনতি করে তার বাবাকে না মারবার জন্য। ঐ ঘাতক তখন বাঁহাতে মেয়েটির হাত থেকে গহনাগুলি গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের দা দিয়ে মেয়েটির বাবার মাথা তাঁর দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে। **(নোয়াখালি নোয়াখালি, পৃষ্ঠা ঃ ২৯)**

'নোয়াখালি থেকে জনৈক বিভূতিভূষণ দাস কলকাতায় তাঁর ভাই সুধাংশুভূষণ দাসকে লেখা চিঠির অংশ ঃ-

''১০ তারিখ রাতেই আমাদের সকলকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। ঐ দিন রাতে বিরাট সংখ্যক এক মুসলমান জনতা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। ওরা আমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ওরা আরো বলে যে 'হাই-কমান্ড' নাকি সমগ্র নোয়াখালি জেলাকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করতে বলেছে। এই ভাবে ওরা চটখালি, রামপুর, দাসমেরিয়ার সমস্ত গ্রামবাসীকেও মুসলমান হতে বাধ্য করেছে।"

ধর্মান্তকরণের পরই নব মুসলমানদের ঐসলামিক নামকরণ করা হত।.....নামকরণের পরই হিন্দুদের বাধ্য করা হত গোস্ত খেতে এবং কলমা পড়তে।

কিন্তু এত করেও খাঁটি মুসলমান হওয়া সম্পূর্ণ হত না যতক্ষণ না ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বাড়ির মেয়েকে মুসলমানেরা বিয়ে করত। হিন্দুরা যে মুসলমান হয়ে গেছে এটা প্রমাণ করাই ছিলএই বিয়ের উদ্দেশ্য," ....''ওরা বলল আমাদের বাড়ির মেয়েদের ওদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। আমার মামাতো বোন দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। দেখলাম অনেকেরই চোখ ওর দিকে। গ্রামের লীগের প্রেসিডেন্ট মামার কাছে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। মামারও না বলার উপায় ছিল না। ঐ মুসলমান লোকটি তখন ষাটের ঘরে। আমার মামাতো বোন মাত্র পনেরো। আমরা সবাই মিলে পরামর্শ করার পর ঠিক হল যে আমিই আমার মামাতো বোনকে বিয়ে করব। সেই মতো মৌলবীকে জানালাম ইসলাম ধর্মে মামাতো বোনকে বিয়ে করবার বিধান আছে, এবং আমরা স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করলাম। পরে মিলিটারি গিয়ে আমাদের উদ্ধার করে।"

থানায় নথিভুক্ত কিছু 'ডায়েরী'

রামগঞ্জ থানায় ১৩-৯-৪৬ এ জনৈক গ্রামবাসী যে 'ডায়েরী' করেন তা এইরকম, ''রেশন নিয়ে ফিরবার পথে একদল লোক আমায় আক্রমণ করে। কিন্তু আমার গ্রামের লোক ঐ সময় চলে এলে আমি বেঁচে যাই। কিন্তু যাবার আগে ওরা আমাদের এই বলে শাসায় যে কলকাতার বদলা ওরা নেবেই। আমরা কেউ নিস্তার পাব না।"

১০-৯-৪৬ এ নোয়াখালির জেলাশাসককে লেখা একটি আবেদন পত্রে কিছু গ্রামবাসী জানিয়েছিলেন, ''আমরা (হিন্দুরা) এখানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। 'কলকাতা দাঙ্গার বদলা চাই' হুঙ্কার দিয়েই এখানে মিছিল বের করা হচ্ছে। আমাদের দোকান থেকে জিনিস না কিনবার জন্য বলা হচ্ছে। আমাদের 'জবাই করা হবে' বলে শাসানো হচ্ছে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হোক। আমরা, গ্রামবাসীরা গ্রামে পুলিশ রাখবার খরচ বহন করব!"

১৮-৯-৪৬ এ রকমই একটি ডায়েরীতে অভিযোগ করা হয়েছে, ''আমাদের জীবন এখানে সুতোর উপর ঝুলছে। আমাদের সবাইকে খুন করা হবে বলে শাসানো হচ্ছে। ওরা বলছে, শুধু হাই কম্যান্ডের নির্দেশ এখনও পাওয়া যায়নি, তাই আমাদের কোতল করা হচ্ছে না।"

শুধু হুমকি দিয়েই হিন্দুমনকে ভয়ক্লিষ্ট করে তোলা হয়নি। হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানগুলি অপবিত্র করারও ডাক দেওয়া হয়েছিল।

দীপাবলি - ঘরে ফেরার দিন

তপন ঘোষ

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন হয়তো কালীপূজা পার হয়ে যাবে। অর্থাৎ দেওয়ালিও পার হয়ে যাবে। বাঙালির ধর্মে আস্থা কম। জ্ঞান আরও কম। হুজুগ বেশী। তাই অধিকাংশ বাঙালি যেমন বিজয়া ও দুর্গাপূজার বিসর্জনকে একই মনে করে, ঠিক তেমনই কালীপূজা ও দীপাবলিকেও একই মনে করে। সাধারণ বাঙালির ধারণা কালীপূজার রাত্রে দীপাবলি হয়। তাই দীপ বা প্রদীপ দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কালীপূজার সঙ্গে দীপাবলির কোন সম্বন্ধ নেই। কালীপূজার অন্ধকার রাতকে আলোকিত করতে প্রদীপ জ্বালানো হয় না। অমাবস্যার রাতের গভীর অন্ধকারে কালীপূজা হয়। সেই রাতটি আলোকিত করার কোন নির্দেশ আমাদের শাস্ত্রে নেই। সারা ভারতের হিন্দুরা, এমনকি বিদেশেও হিন্দুরা দীপাবলি পালন করে, বাড়িকে দীপমালায় সজ্জিত করে, তারা কিন্তু কালীপূজা করে না। দীপাবলীর কারণ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অযোধ্যার রাজপুত্র রামের ১৪ বছর বনবাস সম্পূর্ণ হয়েছে। রাবণ ধ্বংস হয়েছে, সীতা উদ্ধার হয়েছে। লঙ্কাতেই থেকে গিয়ে রাজত্ব করতে বিভীষণের অনুরোধকে রাম গ্রহণ করেন নি। সীতাকে নিয়ে তিনি অযোধ্যায় ফিরছেন রাবণের পুস্পক রথে। তাঁর সঙ্গে লক্ষণ, সুগ্রীব, হনুমান ও আরও অনেকে। সে খবর অযোধ্যায় পৌঁছে গিয়েছে। ফেরার দিনটা ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষ শেষে অমাবস্যা। অধীর আগ্রহে অযোধ্যাবাসী অপেক্ষা করছে তাদের প্রিয় রাজপুত্রকে দেখার জন্য, ফিরে পাওয়ার জন্য। রাম তাদের কাছে প্রিয়। অতীব গুণবান। রামের বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক'। সেই প্রিয় রামের ফেরবার দিনটা অমাবস্যা। রামের পুস্পক রথ দিনে নেমেছিল না রাতে নেমেছিল তা আমি জানি না। কিন্তু সেদিন রাতের অন্ধকারকে অযোধ্যাবাসী মানতে পারে নি। ১৪ বছর পর রাম ফিরে আসার আনন্দে গোটা অযোধ্যাকে তারা দীপমালায় সজ্জিত করেছিল। সারা দিন রাত আনন্দ করেছিল। তাই দীপাবলি। তাই আনন্দে মিষ্টি খাওয়া। সুতরাং খুব সহজেই দীপাবলির আর এক নাম দেওয়া যেতে পারে 'রামের ঘরে ফেরার দিন'। হিন্দিতে সংক্ষেপে 'ঘর ওয়াপসী'। ইংরাজীতে 'Home coming'। আমি পাঁচ বছর দিল্লিতে ছিলাম। দেখেছি এই দীপাবলির সন্ধ্যায় প্রচুর পরিমাণ বাজী পুড়িয়ে সবাই নিজের নিজের ঘরে। কেউ বাইরে নয়। মিঠাই বিতরণ তার আগেই কয়েকদিন ধরে চলেছে। দুর্গাপূজায় যেমন কর্মসূত্রে প্রবাসী বাঙালী ঘরে ফেরে, দেওয়ালিতে ফেরে সারা ভারতের হিন্দু। সকলেরই একান্ত কামনা - রাম যেমন সেদিন ঘরে ফিরেছিল, তেমনি আমার ঘরের সন্তানরাও যেন ঐদিন ঘরে ফেরে, ঘরে থাকে। এই হচ্ছে দীপাবলি বা দেওয়ালির উৎস ও তাৎপর্য। বিগত ১৬ লক্ষ বছর ধরে হিন্দু জাতি এই অনুষ্ঠান, এই পরম্পরাকে ধরে রেখেছে।

পরম্পরাকে ধরে রেখেছে, অতীতকে মনে রেখেছে এটা প্রশংসার। কিন্তু এর থেকে কোন নতুন প্রেরণা বা নতুন শিক্ষা নিতে পারে নি। এর কারণ সঠিক ভাবে বলা কঠিন। হয়তো কল্পনাশক্তির অভাব অথবা পরাজিত মানসিকতা। রামের ঘরে ফেরার দিনকে আমরা ১৬ লক্ষ বছর ধরে মনে রেখেছি, কিন্তু মাত্র ৫০ - ৬০ বছর আগে যারা নিজ ভূমি, নিজ ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম তারা আবার ঘরে ফেরার সংকল্পকে গ্রহণ করতে পারিনি রামের ঘরে ফেরা থেকে প্রেরণা নিয়ে। যারা হাজার বছর আগে গান্ধার থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, তাদের বংশধরেরা তো ভুলেই গেছে যে তাদের পূর্বপুরুষের জন্মস্থান ছিল গান্ধার। কিন্তু ১৯৪৭ সাল ও তার পরে যারা পাঞ্জাব, সিন্ধ, বালুচিস্তান ও পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের মনে একবারের জন্যেও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা জাগে না! তারা তাদের বংশধরদের কাছে জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা একবারও ব্যক্ত করে না! আর রাতে তারা কোনদিন তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে কিনা তা আমার জানা নেই। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী - ইহুদীরা সারা পৃথিবীতে ছন্নছাড়া, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েও ১৮০০ বছর ধরে তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার সংকল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা সফল করেছে। ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের ইজরাইল রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। আর আমরা লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন জাতি মাত্র কয়েক দশকের আঘাত ও বিচ্ছেদকে মেনে নিয়ে নিজের ও পিতামাতার জন্মভূমির কথা ভুলে গেলাম।

তাই এবার থেকে আমাদের মনে দীপাবলি উদ্ভাসিত হোক এক অন্য আলোয়। বাড়ীর বাইরে জ্বলুক মাটির প্রদীপ আর মনের ভিতর জ্বলে উঠুক এক নতুন আলো - আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের জন্মভূমিতে ফিরে যাব। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু। রামের ঘরে ফেরার উৎসব পালন করতে করতে নিজেদের ঘরে ফেরার সংকল্পের প্রদীপ জ্বালাবো। আর আমার মনের প্রদীপের ঐ শিখা দিয়ে আমার সন্তানদের মনের প্রদীপকেও জ্বালিয়ে দেব। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে যাবে এই সংকল্প। ঘরে ফেরার সংকল্প, পূর্বপুরুষের মাটিকে উদ্ধার করার সংকল্প।

তাই কালীপূজার রাতে একদিকে হোক ভয়ঙ্করীর পূজা, শক্তির পূজা, শাক্তের সাধনা। অন্যদিকে হোক পূর্বপুরুষের মাটি উদ্ধারের সংকল্প। আমাদের মাটিকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে বিধর্মী বিদেশীরা। সেই অন্যায়ের প্রতিকার করে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিকে উদ্ধার করে সিন্ধু, পদ্মা, মেঘনা ও বুড়িগঙ্গায় স্নান করব - এই সংকল্প আমরা দীপাবলির দিন গ্রহণ করি। অযোধ্যানন্দন রামের ঘরে ফেরার দিন আমাদের জীবনে এই নতুন প্রেরণাদান করুক। তবেই সার্থক হবে আমাদের দীপাবলি।

দীপাবলি ও ছট্ (সূর্য) পূজার
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
হিন্দু সংহতি

শক্তির আরাধনা

প্রসূন মৈত্র

পুঞ্জীভূত ক্রোধ আর লাগামহীন হিংসা - এই দুইয়ের সম্মিলিত ফল হল নগ্ন ত্রাস যা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের মনে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে তারা অস্ত্র ফেলে করুণাভিক্ষা চাইতে বাধ্য হয়। শত অনুনয় আবেদনেও যে আসুরিক শক্তি তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয় না, তাদের প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় হল তাদের মনে প্রতিবর্ত ত্রাসের সঞ্চার করা। হ্যাঁ, এই শিক্ষাই জগজ্জননী তাঁর মা কালী রূপে আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁর দেওয়া শিক্ষা ভুলে মূর্খের মত শুধু ফুল-বেলপাতা দিয়ে তাঁর পূজা করে যাচ্ছি।

পুরাণ অনুযায়ী, মা কালী হলেন মা দুর্গারই ভিন্ন রূপ। পানিনির মতে কালী শব্দটি হল সংস্কৃত শব্দ 'কালম' এর স্ত্রী রূপ। সংস্কৃতে 'কালম' শব্দটির দ্বারা কালো (রঙ) আর কাল (সময়) দুইই বোঝায়। উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রামাণ্য সংস্কৃত গ্রন্থ, শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে 'কালঃ শিব। তস্য পত্নীতি কালী।' অর্থাৎ, মা কালীর সাথে সময়ের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই সময়ের দাবী মেনেই অসুর রক্তবীজকে বধ করার জন্যই মা কালীর আবির্ভাব।

রক্তবীজ ছিল অসুররাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনাপতি। সে একবার মহাদেবের কঠোর তপস্যা করে। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব আবির্ভূত হন এবং তাকে বর দিতে চান। রক্তবীজ তখন তাঁর কাছে অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করে। দেবাদিদেব যখন কোন জাগতিক ব্যক্তিকে অমরত্ব দানে তাঁর অসমর্থতার কথা জানান, তখন রক্তবীজ মহাদেবের কাছে কৌশলে এক বর লাভ করে যাতে যেখানে তার রক্তবিন্দু মাটিতে পড়বে, সেখানেই যেন নতুন রক্তবীজের জন্ম হয়। এই বর লাভ করে রক্তবীজ কার্যতঃ অজেয় হয়ে ওঠে। তাই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্য দেবী দুর্গা যখন চামুন্ডারূপে আবির্ভূত হয়ে তাদের সেনাপতি রক্তবীজের সাথে লড়াই করেন, তখন বার বার রক্তবীজকে পরাস্ত করা সত্ত্বেও তাকে বধ করতে পারেন না। রক্তবীজের দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু মাটিতে পড়তেই সেখান থেকে নতুন রক্তবীজের জন্ম হয় এবং অগণিত রক্তবীজ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র ভরে যায়।

রণক্লান্ত দেবী ক্রমেই অনুভব করেন যে, চিরাচরিত পদ্ধতিতে লড়াই করে এই আসুরিক শক্তিকে জয় করা সম্ভব নয়। আর রক্তবীজকে পরাস্ত করতে না পারলে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করে পুনরায় দৈব শাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তখন তিনি শালীনতার গন্ডি অতিক্রম করে এক নগ্ন এবং ভয়ংকরদর্শনা নারীর রূপ ধারণ করলেন এবং রক্তবীজের বংশকে আক্রমণ করলেন। আসুরিক শক্তির পুনর্জন্ম রোধ করতে দেবী প্রতিটি রক্তবীজকে বধ করে তার রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই সেই রক্ত পান করে নিতে লাগলেন এবং ক্রমে এইভাবে রক্তবীজের বংশকে ধ্বংস করলেন।

হিন্দুশাস্ত্রগুলি ভাল করে অধ্যয়ন করলেই বোঝা যাবে যে অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে স্বয়ং ঈশ্বরও বহুবার সভ্যতা ও শালীনতার গন্ডি অতিক্রম করেছেন। জগজ্জননীর মা কালী রূপে রক্তবীজকে বধ করা যদি একটি দৃষ্টান্ত হয়, তাহলে আরেকটি হল ভগবান বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার। হিরণ্যকশিপুর মত আসুরিক শক্তিকে পরাজিত করা কোন কোমল মানবিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য ভগবান নৃসিংহ (যার মধ্যে মানুষ ও পশু, দুই সত্ত্বাই বর্তমান) রূপে আবির্ভূত হলেন।

বর্তমানে হিন্দুরা তাদের বাড়িতে বা পাড়ায় বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করে চলেছে, রাস্তায় মন্দির দেখলে প্রণামী দিচ্ছে বা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ খুঁজছে। কিন্তু মুশকিল হল, তারা তাদের দেব-দেবীদের দেওয়া মৌলিক শিক্ষাটাকে কখনোই আত্মস্থ করেনি। তাই শক্তির উপাসনা ছাড়াই ভক্তির উপাসনা করতে শুরু করেছে। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মধ্যে এমন একজনও দেবতা নেই যার হাতে কোন অস্ত্র নেই। অথচ তাদের উপাসকরা কত অনায়াসে সেই অস্ত্রকে উপেক্ষা করে দেবতাদের আরাধনা চালিয়ে যেতে লাগলো!

এর পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হল। যে জেহাদি আসুরিক শক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা অঙ্কুরেই বিনাশ করা দরকার ছিল, তাকে আবার বাড়তে দেওয়া হল। আর আমাদেরকে সেকুলারিজমের স্তোতবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হল। কিন্তু তা যে ছিল নিছকই আত্মপ্রবঞ্চনা, রক্তের মূল্যে তা আমরা বুঝতে পারলাম ১৯৪৭ সালের ১৪-ই আগস্ট। এই আত্মপ্রবঞ্চনা আর কতদিন চালাবো? বাংলার বাকী মাটিটুকু যতদিন না যাবে? আজ গ্রাম বাংলায় জেলায় জেলায় কান পাতলে হিন্দুর পায়ের নিচে মাটি খসার আওয়াজ আবার শোনা যাচ্ছে। বর্ধমানে খাগড়াগড়ের আওয়াজটা একটু জোর হয়ে গেছে। ওই জেহাদি শক্তিকে শুধু নির্মম শক্তি দিয়েই ধ্বংস করা যাবে - এই শিক্ষা দিতেই মা কালীর এই উগ্র রণচন্ডি রূপ। মা কালীর সেই রূপেরই সাধনা মায়ের সন্তানদের আজ করতে হবে - শুধু পূজার আসনে বসে নয়, বাস্তব জীবনে।

মৃত্যুরূপা মাতা

স্বামী বিবেকানন্দ

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তান্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম্ম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মান্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012